চার খুকু

(LES QUATRE PETITES FILLES)

পাবলো পিকাসো
মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ - অরূপ মণ্ডল

দৃশ্য – একটি সবজিবাগান
তার প্রায় ঠিক মাঝখানেই একটি কুয়ো

চার খুকু গান গায় – আমরা যাব না যাব না যাব না বনে
লরেল গাছ আহা লরেল গাছ সব কাটা পড়েছে
ওই সুন্দরী আহা ওই সুন্দরী
যাবে ওগুলো জড়ো করে নিতে
চলো নাচি দেখো আমরা নাচি কেমন করে
নাচি গাই চুমু খাই যাকে ইচ্ছা করে

খুকু ১ – সবকটি গোলাপ নখ দিয়ে খুলি
তাদের সুগন্ধ রক্তের মতো ঝরে পড়ুক
আগুনের, খেলার, আমাদের গানের
আর আমাদের নীল হলুদ বেগুনি
অ্যাপ্রনের ভাঁজের উপর। নিজেদের
কষ্ট দেওয়ার খেলায় মাতি, বীভৎস চিৎকার
করে ফুঁসতে ফুঁসতে জড়িয়ে ধরি পরস্পরকে।

খুকু ২ – মা মা দেখো এসে ইভেৎ বাগান তছনছ করে ফেলল আর প্রজাপতির পাখায় আগুন লাগিয়ে দিল মা মা

খুকু ৩ – নিজেরাই ঠিক করো চেরি গাছের ডালে ঝোলা বাচ্চার কম্বলগুলোর চারিদিকে মোমবাতির মোরগ পালক শিখাগুলো কীভাবে জ্বালাবে — আমি বলি কী, অত উপরের নীলিমা থেকে খসে পড়া আকাশ দিয়ে ভাঁজ করা পোশাকের রেশমি হাতার উপর তুখোড় গতিতে গাইতে গাইতে মরে যাওয়া খাঁচার পাখির বিচ্ছিন্ন ডানার থেকে সাবধান।

খুকু ১ – (গাইতে গাইতে) আমরা যাব না যাব না যাব না বনে লরেল গাছ আহা লরেল গাছ সব কাটা পড়েছে ওই সুন্দরী (চিৎকার করে ওঠে) ওই ওই ওই বেড়ালটা বাসার মধ্যে থেকে একটা পাখিকে মুখে করে তাকে নিয়ে যাচ্ছে ছাইচাপা সূর্যটা পাঁচিলের যে অংশটা উলটে ফেলেছে তার গলানো মাখনের থেকে চুরি করে নেওয়া লেবু রঙা মেঘের পেছনে, মোটা মোটা আঙুল দিয়ে তার দম বন্ধ করে মারছে

খুকু ৩ – কী বুদ্ধু রে বাবা

খুকু ৪ – নিজেরাই ঠিক করো ফুল নিয়ে কী করবে — বাগানময় বোনার উল পা টেনে টেনে হেঁটে চলেছে, গাছের প্রতিটি ডালে ঝুলিয়ে রাখছে তার চকিত দৃষ্টির জপমালা আর সুরাভরা গেলাস গুঁজে রাখছে অর্গ্যানের স্ফটিকে, বিশাল বিশাল রেউচিনি পাতার পেছনে লুকানো আকাশের তুলোর উপরে যে অর্গ্যানের টকাটক ঘুসির শব্দ শোনা যাচ্ছে

খুকু ১ – জীবনটাকে সামলে নাও সামলে নাও – আমি তো আমার বাসনার খড়ি কোট দিয়ে মুড়ে নিয়েছি — আমার ছেঁড়াখোঁড়া কোট, ক্ষতের মুখ খুঁজে বেড়ানো অন্ধ হাতগুলোর গলা-উগরানো কালো কালির ছোপে পরিপূর্ণ

খুকু ৩ – (কুয়োর পেছনে লুকিয়ে) ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে।

খুকু ১, ২, ৪ – বুদ্ধু বুদ্ধু — তুই একটা বুদ্ধু — তোকে তো আরও বেশি দেখা যাচ্ছে — আমরা তোকে দেখতে পারছি - একদম আঙ্গাপাঙ্গা রামধনুতে ঢাকা। তোর চুল সামলা — ওতে আগুন লেগে গেছে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় চাটা ঘন্টির উসকো-খুসকো পরচুলার মধ্যে আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা অভিবাদনের শিকলিতে আগুন লাগবে যে।

খুকু ৩ – ওতেই হবে — ওতেই হবে — ওতেই হবে — তোমরা আমাকে জ্যান্ত পাবে না আর আমাকে দেখতেও পাচ্ছ না — আমি মরে গেছি।

খুকু ৪ – বোকামো করিস না

খুকু ১ – তুই ফিরে না এলে আমরা সব্বাই গিয়ে ঝুলে পড়ব লেবুগাছে আর আমাদের নাটক যাপন করব ফুলে ফুলে আর নাচ আমাদের চোখের জলের ছুরির ফলায়।

খুকু ২ – আমরা তোকে একটা মই এনে দেব (তারা খুঁজেপেতে একটা লম্বা মই নিয়ে আসে, অনেক কষ্টে সেটাকে খাড়া করে রাখে)

খুকু ১ – না ও কুয়োর পেছনে – না ও বাড়ির ছাদে।

খুকু ৪ – ও ওই তো ফুলে ভরা ডালটার উপর নাশপাতি গাছের বাঁ দিকটায়।

খুকু ২ – আমি ওর একটা হাত দেখতে পারছি, সেটা একটা রক্তাক্ত পাতার ডানার প্রান্তটাকে কামড়ে ধরেছে

খুকু ৪ – না না, ও সেই ব্রোঞ্জরঙা দাগটার সামনে দাঁড়িয়ে যেটা দোতলার জানলায় বিউগল বাজায়, সুয্যিমামার চোখ ধাঁধিয়ে গেলে যখন সে অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজে বেড়ায় তখন তার একটা ভাঙা কোণ ঝলসিয়ে দেয় দমাদ্দম ঘুসিতে।

খুকু ১ – ও হামা দিচ্ছে, মনে হচ্ছে ভিজে পাতা আর গুল্মের মধ্যে ও ওর সান্ধ্য আহারের খোঁজ করছে, ওর আলপনা মেলে ধরছে বাঁকে বাঁকে, রঙে রঙে, আর সূক্ষ্ম সুতোয়

খুকু ৪ – তুই কি আসতে চাস, পোলেৎ, হ্যাঁ নাকি না? তুই কিন্তু আমাদের জ্বালিয়ে খাচ্ছিস। আমার মাকে বলে দিতে ইচ্ছে করছে যে তুই আর খেলতে চাস না আর তুই হাজার রকম ভাবে নিজেকে জাপানি ফুলের তোড়া বানিয়ে মনোহারী হয়ে উঠতে চাস।

খুকু ২ – ওরা যা মন চায় করুক। আমি বাতাবি লেবু কুড়োই, খাই, বীজগুলোকে থুথু করে বাইরে ফেলি, হাতের উলটো দিক দিয়ে মুখ মুছি আর আমার হাসি দিয়ে লণ্ঠনের ফেস্টুনগুলো জ্বালিয়ে দিই, প্লিজ, অতুলনীয় চিজগুলো তোদের পদতলে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ কর, তাহলেই আমি সই করব।

খুকু ১ – গ্রীষ্মের সুন্দর বিকেলে তোর সঙ্গে ছুটি কাটানো ভীষণ কঠিন আর এটা আরও আরও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে গোটা শীতকালটা ক্লাসের যে পড়াশোনায় আমাদের পর্দা ফাঁস হয়েছে সেগুলোকে কালানুক্রমিক ভাবে ছুঁয়ে যাবে এমন কোনও খেলাই তুই খেলতে চাস না।

খুকু ২ – আমাদের ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, ওকে নিয়ে আর চিন্তা না করাই ভালো, ও ঠিক ফিরে আসবে, ওর সব প্যাঁচ পয়জার সিধে হয়ে যাবে, আমাদের তখন ওর ভুয়ো হিসাবের খাতা আর ওর কুশলী বিন্যাস, সে যত শৈল্পিকই হোক না কেন, দেখিয়ে দেখিয়ে হাসিয়ে মারবে।

খুকু ১, ২, ৪ – (এবার অনেকক্ষণ সব চুপচাপ — তিন মিনিট — ওরা মইটা নিয়ে অনেক কষ্টে মঞ্চের এক কোণ থেকে আরেক কোণ নিঃশব্দে হেঁটে বেড়ায়; গাছগুলোর কাছে যায়, পাঁচিলের কাছে, আর তারপর কুয়োর কাছে গিয়ে তার ভিতরে মইটা ঢোকানোর চেষ্টা করে।) এই সময়টা ধরে খুকু ৩-এর গলা শোনা যায় — ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে

বৃষ্টি শুরু হয়

খুকু ২ – বর্ষায় সব হলো সপসপে আসর জমায় ব্যাঙ থপথপে বর্ষায় সব...

খুকু ৪ – বর্ষায় সব হলো সপসপে আসর জমায় ব্যাঙ থপথপে...

খুকু ৩ – ওতেই হবে...

খুকু ২ – এ কথা ভাবলে চলবে না যে বেড়ালটা কোনও ভয় বা অনুশোচনা ছাড়াই গাজর গাছের পেছনে গিয়ে তার ঈগল পাখি খেতে বসেছে। তার অনুনয়-বিনয়ের নীল, তার লাফ-ঝাঁপের মভ রঙ আর সিঁদুর রঙা ফোয়ারা থেকে ভলকে ভলকে বেরোনো রক্তের থেকে বিযুক্ত তার গন্ধক-হলুদ ক্রোধের থেকে ভেরোনা-সবুজ রশ্মি ছিঁড়ে নেওয়া তার নখের মারমুখী বেগুনি, লাইল্যাক ফুলের প্রাচীরের গিরিমাটি রঙ আর তার ব্যাকুল চিৎকারের তীক্ষ্ণ কোবাল্ট নীল প্রান্ত, বেচারা পাখিটা পালকের খড়মের উপর জড়োসড়ো, বানরের কসরৎ, ইস্পাতের উপর পতাকাগুলোর জিভের পতপত, ছুরিটা ইতোমধ্যেই গেঁথে গেছে আমূল, বেড়ালটা একবার তার ছায়াগুলোকে আর তলোয়ারগুলোকে জড়ো করে তারপর আবার সেগুলোকে ছড়িয়ে ফেলে প্রতিটি ধাপে, ফোঁটার পর ফোঁটা লম্ব জলপাই-রঙা পর্দার উপর পড়ে পিষে যাচ্ছে দেখে সে বিভ্রান্ত ও হতভম্ব।

খুকু ১ – বর্ষায় সব হলো সপসপে আসর জমায় ব্যাঙ থপথপে বর্ষায় সব হলো সপসপে আসর জমায় ব্যাঙ থপথপে।
বর্ষার পরে এলো তুষারের ঝড় ছারপোকাদের হলো মস্ত আসর।

খুকু ২ – আমি চাই ও ফিরে আসুক। রোদ নেই, বৃষ্টি হচ্ছে। ফুলের হাসি আমার সাদা আর সবজেটে চেক-কাটা পোশাকটা ছিঁড়ে ফেলছে আর আমার চটির ক্রুশে বিদ্ধ কাপড়ের মধ্যিখানটা কসরৎ আর বদমেজাজের গুঁতোয় ফাটিয়ে ফেলছে। ওকে ডাক, জানেৎ, চিৎকার করে ডাক যাতে ও আবার রোদে এসে বসে আর ওলনদড়িটা অপেরা গ্লাসের উলটো দিক দিয়ে টানতে থাকে।

খুকু ১ – ওকে ছাড়, কিচ্ছু বলিস না। নৈঃশব্দের উচিত ওর ভাগ্যের চৌখুপির উপর ডিম পাড়া, যে চৌখুপিটা চুরমার হয়ে গেছে এক কাঁড়ি খরচা আর নানান ফন্দিফিকির করে হাওয়াকলের মাথার উপর দিয়ে বিশাল বিশাল বক্ররেখা ছুঁড়ে মারার খেলায়। তাদের ডানার থেকে সব লরেল নেওয়া হয়েছে ছেঁটে, কিন্তু এত সহজে পার পেয়ে গিয়ে তারা বেজায় খুশি।

খুকু ২ – তুই আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবি না — আর যদি বলি বিশ্বাস সেটাও অতিরঞ্জন — যে ওর চলে যাওয়া আর ওর প্রতিচ্ছবির কৃত্রিম প্রক্ষেপণ, তা সে যতই আজকের অপরাহ্নের কাল্পনিক সুরুয়াতে চুবিয়ে নেওয়া হোক না কেন, পরবর্তী ঝলমলে উন্মোচন আর দুঃসাহসী একটানা আলোচনার উপর নির্ভরশীল।

খুকু ১ – বৃষ্টি ধীরে ধীরে বাড়ছে, ইতোমধ্যেই দশ শতাব্দী ধরে পড়ে চলেছে আর সেই পৃষ্ঠাটিকে সযত্নে রচনা করে চলেছে যেটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ছোট ছোট চিহ্ন আর খুলতে থাকা গেঁতো লাইন আর কঠিন গেরো আর নৃতাত্ত্বিক ফাইল দিয়ে রঙ করা হয়েছে, এ খেলার সমস্ত দায়িত্ব আর পরিণাম বেঁধে দিয়েছে নদীর অন্য পার, ওখানে সে আমাদের কত আনন্দই না দিয়েছে!

খুকু ৪ – সে আমাদের ডুবিয়ে ছেড়েছে, বুঝছেই না যে সে আমাদের জন্যেই পড়ে চলেছে, যে সে জমে যাচ্ছে যে সূর্যটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আমরা তার উপরেই হাঁটছি আর পুড়ে যাচ্ছি।

খুকু ২ – এখানে পাখিদের শিং আছে, ফুলেরা দাঁতে নখ কাটে আর মেঘ দিয়ে জানলার কাচ ধোয়া হয়। স্বর্গে দম বন্ধ করা গরম, আর পাখিরা এর মধ্যেই মেঘে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

খুকু ১ – পিসি কাল বিকেল পাঁচটায় রাতে খাওয়ার জন্য উনুনে সুপ চড়িয়েছিল, ফুলগুলো তার গন্ধ পায়। সাতটা বাজতে দশে আমাদের হাপুস কান্নার হাট খোলা দরজা ড্যাবড্যাবে চোখে দেহ ও আত্মাকে নিয়ে ফেলল দমকে দমকে হ্যাঁ-না-হ্যাঁ-আমি জানি না-তে — কিন্তু আবার আবহাওয়া ভালো হলো আর সুড়সুড়ি দিল তলানি পর্যন্ত পান করে নেওয়া রঙবাহারি কাচের জানলায় ঠাসাঠাসি ভর্তি তার প্যালেটে।

খুকু ৪ – বৃষ্টি থেমে গেছে, এবার আমরা খেলতে পারি। কুয়োটার চারিদিকে দৌড়ানো যাক, চুটিয়ে মজা করি, ভাঁড়ামো করি। নাশপাতি গাছের ডালটা গিয়ে মেঘের ওই বিশাল পাঁজায় থাবড়া মেরেছে, ওদিকে তালগাছের জুতোর ডগাটা টেবিলক্লথের উপর গুটিসুটি হয়ে বসে নাক

ডাকাচ্ছে, ইঁদুরটা গায়ের উকুন মারতে ব্যস্ত। চল, ছুটে বেড়াই পাগলের মতো, উন্মাদের মতো, সঙ্গে নিয়ে যাই সবগুলো ফুলকে, সোনালিচুলো আর কালোচুলো, মিষ্টি আর তিতকুটে, কোমল আর কঠিন, পাথরে আর তুলোয়, তেলে আর ভিনিগারে, চিনে কালিতে আর অদৃশ্য কালিতে, একটাও বানান ভুল ছাড়া আর পঁয়তাল্লিশ হাজার কমা সমেত, চল ছুটি খেলি পাগলামো করি (নাচতে নাচতে) — পাগল — পাগল — পাগল পাগল পাগল পাগল পাগল পাগল।

খুকু ১ — সবজিবাগানের কালো পাতাগুলি এক লহমায় নিজেদের জীবনের কথা লিখে ফেলবে, ডালপালাগুলো ভবিষ্যতের খিলানের স্বপ্ন দেখবে, মন্দিরের ছবির মতো ভদ্র আর নম্র হবে আর যদিও দেখে ঝগড়ুটে মনে হয় আর যদিও তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ঘরোয়া, আগুনের সামনে আয়েশ করে বসে কাগজ পড়তে পড়তে তারা একটা স্লেটে নিয়তির মারের হিসাব রাখবে। হাত দুটো বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা স্মৃতির ভারে ন্যুব্জ বৃত্ত অ্যাসিডে লিখে চলে সঙ্গীত, দূরে ডানাওয়ালা বিশাল ভেড়া বাজায় তার ঘণ্টা।

খুকু ২ — কী সুন্দর এখানে আর কী সুন্দর গ্রামে রোদের মধ্যে, ভুঁড়ির মধ্যিখানটা গলে গলে পড়ে, খেলতে খেলতে, মালবেরি ঠাসা রোদে হাসতে হাসতে, চুলের ফিতে ভরা রোদে, নুড়িপাথরে ভরা, আইসক্রিম কোনে ভরা রোদে। চল আমরা সবাই যাই, হাসি, গাই, রান্নাবাটি খেলি।

খুকু ৪ — তোদের রঙিন কাচের টুকরোগুলো নিয়ে আয়, কাটলফিশের হাড় খুঁজে নে, ওটাই হবে প্লেট। শুকনো ডালের ব্রোঞ্জরঙা পালক, জলপাইয়ের বিচি আর আমার নেকলেসের ঝিনুক আর তার সঙ্গে অতিকায় প্লেন গাছের প্রাচীরের ভস্ম ফলের বাটি থেকে নেওয়া ফোয়ারার কাছে রাখা ফাঁদে ধরা পড়া খয়েরি পাউরুটির ফালিতে তেল লাগাবে। কালো রেশমের ওড়নাটা খুঁজে আন যেটা দিয়ে নিজেদের আপাদমস্তক ঢেকে আমরা ভাজা তারায় ঠাসা কুয়োর নিচে বসে বাসর জাগব। আমার দিদির বিয়ের রাতে জানেতের মা রঙিন বিজলি বাতি দিয়ে এমব্রয়ডারি করা একটা ড্রেস পরেছিল। গিয়ে দেখ গাছগুলো এর মধ্যেই শুয়ে ঘুমোচ্ছে কিনা। আমাদের যতটা সম্ভব শব্দ করতে হবে আর আমাদের নাচানাচিতে আমরা তারস্বরে একা থাকা আর উন্মাদ হয়ে থাকার আনন্দগান করব। আমরা মইটাকে গাছ থেকে ঝোলাবো, আর হেঁসেলের আগুন জ্বালাবো প্রতিটা পাতায়। পাতাগুলোকে মেরামত করব তুলো, ডালপালা, চিনির কাঁটা, ছুঁচের তিক্ত মধু আর ডবল ইউক্যালিপটাস ফুলের খোঁচা দিয়ে।

(তারা মইটা নিয়ে গাছটার উপরের ডালপালায় সেটিকে আটকায়, মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে) আর খুকু ৩-এর গলা শুনতে পাওয়া যায় — ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে...

খুকু ১-২-৪ — উঠে দাঁড়ায় আর লাফিয়ে লাফিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে গান ধরে — ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে, চল যুদ্ধে যাই, আমাদের ঘরের যুদ্ধে। মার্শম্যালোর দেবদূত, নেংটি আর ধেড়ে, ক্যারামেল রাত্রি, ঠুনঠুন ঘন্টির সকাল। আমার বিছানার চাদরের মধ্যে দিয়ে কেটে যাওয়া জীবন — ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে — জীবন নিজেকে লুকোয় যাতে গোরু দুইতে পারে। জীবন সুন্দর, চল আমরা তার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকি।

বাছুরগুলো মৃত আর তাদের ডানা আছে। ঘূর্ণায়মান চাকা পোশাক খুলে ঘাসের নিচে তার স্তন দেখায়। রাত্রি লুকিয়ে রাখে তার ছোট ছোট মাছেদের। মিষ্টি ঘুঘু ভালোবাসে তার পটি। বলো, হলিহক, আজ সন্ধ্যার সূর্যোদয়, বলো আর আমাদের হাসাও। খুলে ফেলো তোমার বেড়ি, খোলো তোমার জপমালা, গোলাপের তোড়ার উপর আমাদের পিস্তল খেলে দেখাও — আমরা খুশি, আগামীকাল পরশু আজ ও গতকালকে একসাথে যুক্ত করে কী ভীষণ খুশী।

(তারা ঘোরে লাফায় আর চেঁচায় আরও আরও দ্রুত আরও আরও জোরে আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে একে অন্যের উপর)

খুকু ৪ – আমরা খুব হেসেছি আমি হাসছি তুমি হাসছ সে হাসছে খুশি খুশি খুশি খুশি খুশি খুশি আমি খুশি

খুকু ২ – খুশি

খুকু ১ – আমি খুশি আমি খুশি

তারা চিৎকার করতে শুরু করে — ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে এবং অসংখ্য পাখির গান শোনা যায় আর বৃষ্টির মতো অজস্র চোখ পড়তে শুরু করে ওদের উপর, লেগে যায় ওদের চুলে আর পোশাকে

খুকু ২ – আমরা আলোয় মোড়া

খুকু ৪ – আমরা আলোয় কলুষিত

খুকু ২ – আমি পুড়ে গেছি

খুকু ১ – আমি আলোয় জমে বরফ হয়ে গেছি

খুকু ২ – দেখ দেখ মইয়ের ওপরে একটা পাখি নিজেকে ছিন্নভিন্ন করছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওর হৃৎপিণ্ডটা চিৎকার করছে আর ওর নখ ওর চোখ দুটো খুবলে নিচ্ছে

খুকু ৪ – ওর চারপাশের পাতাগুলো তাদের নেকড়ের দাঁত দেখায় আর তাদের কী ভীষণ নরম বন্ধ হাত দিয়ে ভয় দেখায়

খুকু ১ – ওকে সাহায্য করা উচিত

খুকু ২ – ছুঁস না ও পুড়ছে ও জ্বলছে ও একটা মশাল

খুকু ১ – আমাদের পোশাক থেকে এই সবগুলো চোখ উপড়ে ফেলা যাক অথবা আমাদের হাতের নিচে লুকিয়ে রাখা যাক তাদের দৃষ্টি

খুকু ৪ – নিজেদের ওড়নায় মুড়ে ফেলি, নিজেদের ভয় দেখাই আর মাটিতে গোল করে ছুরি পুঁতে আমাদের চারপাশে বেড়া দিই

খুকু ১ – বাগানের সব ফুল ওর ওপরে ছুড়ে মারি যাতে ও হাসতে হাসতে মরে যায়

খুকু ২ – একটা নাটক করা যাক। কুয়োর সামনে মঞ্চ তৈরি করা যাক আর গাছগুলিকে ঢেউ সাজানো

যাক। তুই, তুই হবি নৌকাডুবি, তুই মেঘের গর্জন আর বজ্রপাত, আর আমি হবো চাঁদ। তুই, তুই ঢেউগুলোকে বলবি তাদের জাল খুলে ফেলতে আর সমস্ত তারা আর ঝিনুকদের থাবাতে ধরে মুক্তোর মালার মতো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিতে। তারপর গোরুর পিঠে চড়ে আমাদের মুখ ভ্যাঙাতে ভ্যাঙাতে নীল টেবিল আর কালো চেয়ারের উপর মার্চ পাস্ট করতে। তুই তো সবচেয়ে ছোট, তুই ওদের গাজর, বাঁধাকপি আর টমেটো দিতে চাইবি যা আমরা হাঁটু গেড়ে বসে গান গাইতে গাইতে আর ওড়নার চারটি কোণ ধরে জড়ো করব। আর তুই সেই সময় একটা বিশাল আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে আমাদের সব পোশাক ছুঁড়ে ফেলবি। আমরা নগ্ন হব, আর তুইও তোর পোশাক খুলে ফেলবি, আর আমরা গিয়ে টেবিলের নিচে লুকিয়ে পড়ব। তবে খেয়াল রাখিস, আগুনে যেন আবার নিজে পুড়ে যাস না। তোর মদ ভর্তি কলসি নিয়ে বেশি কাছে যাস না। আমরা কতগুলো বড়ো বড়ো রেউচিনির পাতা দিয়ে তার চারিদিকে বিনুনি পাকাবো, যখন ঢেউ এসে আমাদের টুঁটি চেপে ধরবে আর তাদের ছুঁচোদের সঙ্গে আমাদের একসাথে মুড়ে ফেলবে, তখন ঝড়ের নির্মম তাণ্ডবের সামনে ওই পাতার বেণী ঘন কালো পরদা তুলে ধরবে। সব থেকে উদগ্র নৈঃশব্দ আগুন দিয়ে ভরে ফেলবে তার কলসি, যে ঘোড়া তার নাড়িভুঁড়ি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় অঙ্গারের ভিতর দিয়ে, তার চুরমার হওয়া ডানাদুটো চাঁদে ঠাসা আয়নার সামনে তাদের গ্রেনেডগুলো খুলে ধরবে। যখন তোরা ইশারা করবি যে আমাদের কামড় দিতে চলেছিস, আমরা তখন সবাই উঠে দাঁড়াবো আর নিজেদের মুখ চুলকাবো যতক্ষণ না রক্ত বের হয়। তারপর কুয়োর মধু তার সব মৌমাছিদের উগরে দেবে, আর যেন ভয়ে মরেই গেছি এমন ভান করে আমরা একসঙ্গে হো হো হাসব আর গাইব। সবকটা পাল তুলে দিয়ে যে জাহাজটি মঞ্চে আসবে সেটি থাকবে দুধ আর রক্তে পূর্ণ, সেটিতে আগুন জ্বলবে, হাজারটা লণ্ঠনের আলোয় সেটি হবে উদ্ভাসিত।

খুকু ৪ – আমাকে বল, আমাকে বল, বজ্রবিদ্যুৎ কি হাসবে, হাসবে, বিষণ্ণ হবে, সে কি ভয় পাবে, টেবিলের নিচে সমুদ্রের মধ্যে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে, তার চুল কি হবে সোনালি, লাল, সে কি লম্বা হবে, তার চুল কি হবে লম্বা কালো আর লালচে বেগুনি? তার কি কোনও প্রেমিক থাকবে, আমাকে সত্যি কথা বোলো না, বরং বলো ডাহা মিথ্যা, আমি আমার হাত দিয়ে তারার পুরু গদিটা হাটকে দেখতে চাই, তা সে গদি অতি রসিক ছাদের কিনারে ঘুরে বেড়ানো আকাশের পিঠের উপর যে ভাবেই ছুঁড়ে ফেলা হয়ে থাকুক না কেন।

খুকু ১ – অবশেষে বিরাট মোহভঙ্গ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জটিল আরবি নকশা এবং গাণিতিক ঘূর্ণাবর্তের মতো আঁকা। কিন্তু বড় প্রশ্ন হল আমি কি শ্বেতপাথরের মতো, রাজহাঁসের নরম পালকের মতো, খাঁটি সাদা লিনেন কাগজের মতো ধবধবে সাদা, আর সম্পূর্ণভাবে তুষারে আচ্ছাদিত আর আমি কি একা ছাদের কিনারায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি?

খুকু ২ – চুপ কর, তুই বড্ডো ঘ্যান ঘ্যান করিস

খুকু ৪ – না, তুইই দেখতে পাবি, আর চোখ বুজে, তোর খড়ির টুকরো দিয়ে, তুই সর্বত্র পুরুষের প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি আঁকবি।

খুকু ১ – তোর চোখের আড়ালে তোর হাত লুকো আর পাতা এবং ফুলের বাসন্তী সবুজ ভবিষ্যৎ

পড়ে ফেল যা সঙ্গীত দিয়ে তোর চুল ধুয়ে দেয়।

খুকু ২ – আমি গান গাই, আমি গান গাই সন্ধ্যা ও সকালে, আর আমি ফ্যা ফ্যা করে বেড়ানো পছন্দ করি না, আমি কেবল আমার ডুবন্ত জাহাজের নীরবতার কোলাহলপূর্ণ আশ্রয় পছন্দ করি, আর ধাপ্পা! — এখন ওটাই বেশি চলছে।

খুকু ৪ – তোরা কি দেখছিস...

খুকু ১ – আহ!

খুকু ৪ – সা রে গা মা পা ধা নি সা।

খুকু ১ – সা নি ধা পা মা গা রে সা। দেখ, একটা বিরাট সূর্য কেমন ধীরে ধীরে মঞ্চ ধরে গড়িয়ে এসে পড়ছে আমাদের পায়ের কাছে, সেখানে সম্পূর্ণ প্রসারিত হয়ে সে আমাদের হাত চাটছে। কী ভালো না!

খুকু ২ – দূরের বাঁশিটি রঙে জল দিতে দিতে পেশেন্স খেলাটিকে টুকরো টুকরো করে, ধৈর্য ধরে রঙ্গমঞ্চের জন্য একটি নাটক উদ্ভাবন করে যেখানে একটা বিশাল জাহাজ ঝড়ে ডোবা নৌকার কনে-ওড়নার ভিতর দিয়ে প্রেমাতুর হয়ে ভেসে যায়, আসমানের টোকো নীলে তার এঁটুলিগুলোকে আঁচড়ায়, দুই হাতে ঘোড়ার জিনের পমেল আঁকড়ে ধরে চরম বিপর্যয়ে নিষ্ফল ক্ষণিক ভাগ্যের প্রেমে আটকা পড়ে।

খুকু ১ – নীল তার আসমানী রঙের নীলকণ্ঠী, ইণ্ডিগো, কোবাল্ট, আকাশি, প্রুন-রঙা জোব্বার ফলাটাকে তাগ করছে লেবু-হলুদ, বাদাম-সবুজ আর পেস্তার প্রসারিত বাহুর দিকে, লাইল্যাক-মভকে ঘিরে, কমলার সবুজ আর রাজকীয়-নীল ও পেরিউইঙ্কল-নীল রঙের ডোরা কাটা টেবিলক্লথের জোড়া মুষ্টির আঘাত, বিভ্রান্তিতে টুটিফাটা হচ্ছে হাঁটু, আর পান্না-সবুজে ভেজা পায়ের খিলান দিয়ে আঁটা সাদার যত সব টোকো রামধনু, কার্নেশন আর হলিহকের গুচ্ছের মধ্যে একটি কাঁসর ঘন্টাকে সপাটে পেটানোর টলোমলো শব্দ।

খুকু ৪ – নীল, নীল, আকাশি, নীল, সাদার নীল, গোলাপের নীল, লাইল্যাক-নীল, হলুদের নীল, লালের নীল, লেবুর নীল, নীল কমলা, নীল থেকে চুঁইয়ে বেরোনো নীল আর সাদা নীল, আর লাল নীল আর সাদা ঘুঘুর লেবু নীলের থেকে তাল গাছের নীল, সেখান থেকে যবক্ষেতের জুঁই ফুল, দুর্দান্ত বাদাম আর পান্না-সবুজ গানে।

খুকু ২ – লেবুর কুণ্ডলী, কমলালেবুর বিশাল সাদা বর্গক্ষেত্র, লেবুর বরফি, নিখুঁত ডিম্বাকার, লাইল্যাক গোলাপের উত্তেজিত বৃত্ত, গীত টমেটো, তুঁত সিরাপে লুকানো বেগুনির জলপাই-এর ফিসফিস।

খুকু ১ – সাদা, লাল গোলাপ, কার্নেশন, নীল, দেওয়ালে সাদা হলুদ বন্যা, ইস্পাতের দণ্ডে বাঁধা আগুনের বার্নিশের থুতু, একটি লম্বা ওড়না টেনে নিয়ে চলেছে আলোর বৈঁচিঝোপের চুমকি আঁটা পোশাকের মধ্যে ফেটে পড়া বৃত্তের গালে গাঁথা ছোট্ট সূচের বিশাল ডানা।

খুকু ২ – মিষ্টি দুপুর, মিষ্টি, মিষ্টি, মাধুর্যের বিকেল, মিষ্টি।

খুকু ৪ – মৌমাছি ভরা ঠাকুরদা ঘড়ি, মধুর দ্বীপ।

খুকু ২ – মৌমাছি ভর্তি জাহাজ তাদের ডানা থেকে বিযুক্ত এক ঝাঁক ঘুঘুকে স্তন্যপান করাচ্ছে, গাড়ি, খেলা আর নিষ্পাপ হাসি ও মত্ততার নাচানাচির ভীষণ চিৎকারে বয়ে যাচ্ছে তারা।

খুকু ৪ – বারোটি সাদা ডানাওয়ালা ঘোড়া, যারা এক দানা চাল দিয়ে তৈরি গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে, তাদের নীল, হলুদ আর লাল রঙের বয়াম থেকে সোনালি মিষ্টিতে পূর্ণ ও এক্যান্থাস পাতার গুচ্ছের বিনুনি দিয়ে ঘেরা প্লেটের বিশালতাকে প্লাবিত করছে, আর ফোয়ারার থেকে বেরোনো পারদের ফিনকি তাদের বর্ণোজ্জ্বল বাষ্প, তাদের সুর আর তাদের গানের নগ্ন তলোয়ার সৃষ্টি করছে।

খুকু ২ – পেরেকে গাঁথা নীল তরমুজ, কাঁচিতে নদীর বোনা সুতোগুলো কাটা পড়ে, নদী বালির মধ্যে দিয়ে লম্বা পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার চুল টানতে টানতে নিয়ে যায়, তার ছেঁড়া জামা ভগ্ন মন্ত্রের কানে দুষ্পাঠ্য।

খুকু ১ – বিরাট হলুদ ডিম্বাকার নিঃশব্দে তার নখরের দুটি নীল বিন্দুর মাঝখানে লড়াই করে, হেঁটমুণ্ড হয়ে ইকারাসের মতো খসে পড়ে জলপাই-সবুজ বরফির মতো ফাঁদের রেখার ফেটির মধ্যে, দূর থেকে কমলার ছুঁড়ে দেওয়া সিঁদুরে লাল খিলানের অত্যন্ত কোমল বেগুনি বর্গক্ষেত্রের দুই হাত তার টুটি টিপে ধরে।

খুকু ৪ – নীল, গোলাপি, লাইল্যাক, লেবু-হলুদ, পেস্তা-সবুজ, কমলার সবুজ আর নীল ও বেগুনি, মভ আর লাইল্যাক আর লাল।

খুকু ২ – আমার হাত কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ, আমার চুল সব রঙের ফিতে দিয়ে তৈরি সাপ। আঁচড়াতে গেলে তারা আমার আঙুলের মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে পেছনের প্রতিটা ঠাপে গাছ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া প্রতিটা পাতায় আতশবাজি জ্বালায়।

খুকু ১ – প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে ঝুলে থাকা সোনালি ধুলো, একটা সাদা ফেট্টির নাচন কোঁদন, ফেট্টিটা নৌকোটাকে জানলায় তুলে দেয়, রঙ্গালয়ের ধাপ থেকে হল আর হলরেখাকে বিযুক্ত করে, যারা অসাধারণ রচনাসমৃদ্ধ একটি পৃষ্ঠার নিষ্কলঙ্ক কাগজের উপর শিকলবদ্ধ ছাগলটিকে সাড়ম্বরে বলি দেয়।

খুকু ২ – ছাগলটা চরুক, ওকে কিছু বাঁধাকপির পাতা দে। তুই কী বোকা, কিন্তু সত্যি তুই বোকা, বোকা, বোকা!

খুকু ১ – আজ রাতে ব্ল্যাকবেরির সিরাপের উপর শোব, তোরা একটা বৈঁচিঝোপের গদি দে। স্কাইলার্ক, সৌম্য স্কাইলার্ক, তুমি ভাল করে প্রাতরাশ করেছ তো?

(প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ খুকুরা নিঃশব্দে সব দিকে দৌড়তে দৌড়তে একে অপরকে ধরতে শুরু করে, আর এই করতে করতে তারা দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।)

খুকু ৩ – (কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসে মাটিতে লাফিয়ে নামে; সে অন্যদের পেছনে ছুটে যায়, সিঁড়ি বেয়ে উঠে চিৎকার করতে করতে ঢোকে): ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে...

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য – একই বাগান, কিন্তু এখন তার মাঝখানে একটি বড় নৌকা। নৌকার সঙ্গে বাঁধা একটি ছাগল। মঞ্চ ফাঁকা।

খুকু ৩ – (বাড়ি থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে, হাতে তার চেয়েও বড়ো একটি পুতুল, সেটির গায়ে ফুল ও পাতার মালার শিকলি বাঁধা, পরণে একটি হলুদ এপ্রন) : অ্যামারান্থ-নীল আর লেবু-নীল চেক-কাটা, সাদা পাখি, তার ওপরে আকাশি-নীলের লম্ব রেখা, সাদার বিরক্তিকর গড় লাইল্যাক দাগের উপর বড়ো বড়ো চামচ ভর্তি লেবু-হলুদ মাখিয়ে নেয়, গালা-বার্নিশ দিয়ে ডবল-লক করা বিরাট বর্গক্ষেত্রের ঝলমলে কেন্দ্রের বদ্ধ ওজিভের উপর শরীর ও আত্মা ছড়ানো, ছাগলের পাড়া ডিমের ভাঁজের মধ্যে লুকনো নৈঃশব্দের পান্না।

(সে তার ফুলের মালার শিকলি পরানো পুতুলটিকে নৌকার মধ্যে গুছিয়ে রাখে, মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধে; মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে ছাগলটাকে চোষে ও আদর করে।)

সুদর্শন যুবক, রূপবান প্রণয়ী, আমার প্রেমিক, আমার সূর্য, আমার আবেগ, আমার শতানীক, আমার ক্ষিপ্ত অশ্ব, আমার মিথ্যাচার, মাখনের কুণ্ডলী আমার দুই হাত, মেলার নাগরদোলায় শিকল বাঁধা অবস্থায় মনোরম ওঠানামা আনন্দময় গোলাকার শৃঙ্খলে সংযুক্ত। যে কোমল ঘুঘুটি আলকাতরার পিপের ধোঁয়া উগরানো চুল্লির মাঝখানে হাতপাখার মতো খোলে তার নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে বন্ধ করা মুখের মধ্যে কচলানো লেবু।

(সে উঠে দাঁড়ায়, ছাগলটির বাঁধন খুলে সেটিকে জবাই করে, তারপর সেটিকে তার বাহুতে নিয়ে নাচতে থাকে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ খুকু বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে; তারপর কিছুক্ষণের জন্য তারা ভিতরে যায়, তারপর ঠোঁটের উপর বড়ো বড়ো গোঁফ এঁকে ফিরে আসে। তারা অনেকগুলি পায়রা ছেড়ে দেয় ও সেগুলি উড়ে যায়। আর প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ খুকুরা জানলার মধ্যে দিয়ে লাফ মেরে বাগানে নামে; তারা তাদের কাঁধে বিশাল বিশাল খোলা ডানা লাগিয়ে নিয়েছে; মৃত ছাগলটিকে বাহুতে নিয়ে তারা খুকু ৩-কে ঘিরে ধরে, আর তাকে ঠেলে তাদের বৃত্তের মাঝখানে নিয়ে যায়।)

খুকু ২ – আমাদের ওর হিম-শীতল গানের অন্ধ আলো এবং ওর ঝটিতি দৃষ্টির অরোরা বোরিয়ালিস দেখাও, যাতে ও সাপের তোড়ার মতো, ওর জুঁইফুলের জ্যোতির্বলয় এবং ওর চিহ্নে ভরা হাত নিয়ে আমাদের উপর ফেটে পড়ে!

খুকু ৪ – ওর রক্ত আমার কপালের উপর দিয়ে বয়ে যাক, যাতে আমি ওর উড়ে যাওয়া জীবনের বাণিজ্য বাতাসের শীতলতা অনুভব করতে পারি!

খুকু ২ – যে হিমশীতল আগুন কেলাসিত বক্ররেখার অলস রোমাঞ্চে ফুটে ওঠে, ওর দৃষ্টির শ্বেত পাথরের পাত সেই আগুনকে অজস্র চুমকিতে ভেঙে ফেলে।

খুকু ৪ – কলসি থেকে, বড়ো জালাটা থেকে কিছু মদ নিয়ে আসা যাক, সব মদ নিয়ে আসা যাক, যাতে মৃত্যুর সময় ও মাতাল থাকে, যাতে ও গান গায় আর হাসে (আর পুতুলকেও মদ

দে, ওকে মাতাল করে ফেল যাতে ও বেঁচে থাকে আর গায় আর হাসে) আর আমাদের সঙ্গে নাচে আর আমাদের ভালবাসে।

খুকু ১ – নৌকা চলে, ফুলে ওঠে, ওপরে ওঠে, আলোয় ঝলমল করে, আর হাজারটা হাত কোবাল্ট-নীল, লেবু-হলুদ, পান্না-সবুজ, লাইল্যাক, গোলাপি আর পপি-বেগুনি, সাদা ওয়াইনের তলানি, আকাশি-নীল গোলাপি, কবুতরের চিত্রিত গ্রীবা আর লেবু, কমলা, জাম্বুরা আর তিক্ত সবুজ-কমলার রসের মাঠে দাঁড় বায়।

খুকু ২ – (জবাই করা ছাগলের ক্ষতস্থানের ভিতরে তার ছোট্ট হাতটি সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দেয় আর হৃৎপিণ্ডটি বের করে এনে অন্য খুকুদের দেখায়) – ও বেঁচে আছে – ও বেঁচে আছে – ও লাফাচ্ছে – আহ! লাগছে, আমাকে কামড়ে দিল – ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নে – ও আমার গলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে – ও আমাকে ছিন্নভিন্ন করছে – আমার টুটি টিপে ধরছে – ওকে মেরে ফেল – মেরে ফেল – ও বেঁচে আছে।

খুকু ১ – (নিজের জামার এক প্রান্ত দিয়ে হাতদুটো মুড়ে নিয়ে যেন একটা গনগনে কয়লা ধরে আছে এমনভাবে সে হৃৎপিণ্ডটি ধরে - আর সেটা পুতুলের মুখে ঢুকিয়ে দেয়) : হৃৎপিণ্ডটা গিয়ে এবার ডিম পাড়বে আর সকালের প্রার্থনায়, মৌচাক গাইবে আটকে পড়া জাহাজের দড়িদড়া আর পালে আটকে থাকা মধু আর পিত্তরসের, আর সূর্যের কোঁকড়া চুলের নালঝোলের প্রার্থনা সঙ্গীত।

খুকু ৪ – এখানে পৃষ্ঠাটি সাদা, খালি, নিভে যাওয়া। নীরবতা ছাইয়ে তার পা মুড়ে রেখেছে, এক বিশাল নরম সাদা পুকুর লাশের উপরে ছড়ানো চাদরের প্রান্তে তার ফ্যাকাশে আঙুল দিয়ে লালা মাখাচ্ছে।

খুকু ২ – ছাগলটা ঘুমিয়ে নিয়ে মদের খোঁয়াড়ি কাটাচ্ছে, রক্তের পুকুরে উপচে পড়া দুধের হ্রদে মৃত, বিকশিত পুষ্পের গোড়ালি পর্যন্ত কাদার মধ্যে ডোবা।

খুকু ১ – আমি এবার একটু ঝাড়পোছ করব, আমাদের পায়ের তলায় পিষে ফেলা তারাগুলোর সমস্ত ধুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলব আর বাগানের সেই মাটি ঠাসা বিশাল মুখ দেখে হাসির প্রবল ইচ্ছাকে আমাদের অশ্রু দিয়ে সিক্ত করব। তোরা দু'জনে, নিজের নিজের ছুরি দিয়ে, প্রয়োজনীয় এবং কাঙ্ক্ষিত সমস্ত কোমলতা প্রয়োগ করে, জ্ঞানে ফেঁপে ওঠা বড়ো বড়ো আকাশি রঙের পাত্রগুলো মেরামত কর। ওই যে মিনারটা, তারস্বরে চিৎকার করা আর গরাদের ফাঁক দিয়ে ডানা ঝটপট করা পিরিতিপাখিতে ঠাসা, তার চূড়ায় ছড়িয়ে থাকা আদ্যিকালের বন্দুকের সলতেগুলোর কোনও চিহ্ন যেন না থাকে।

খুকু ২ – ওইখানে, ওইখানে, সাপটাকে দেখ, ওর তলোয়ারটা কত আলতো করে ক্ষতের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, ওর হাতও কাঁপছে না একদম।

খুকু ১ – হাসি মরে গেছে, হাসি বেঁচে থাকবে, হাসি বিয়ের পোশাক পরেছে আর চুলে গুঁজেছে অ্যানিমোন ফুল, কিন্তু সীসা দিয়ে তৈরি ওর লম্বা ওড়নাটা ওকে নড়তে চড়তে দেয় না, ওকে চূর্ণ করে ফেলে, আর ওড়নার প্রান্তটা আটকে যায় আর ওর চলার পথে অত সুচারুভাবে রাখা ফুলে ভরা স্ফটিকের কাপগুলোকে ফাটিয়ে দেয়, গুঁড়িয়ে দেয়।

খুকু ২ – দেখ, আমি এই কাপটায় জল ভরেছিলাম, আমি কাচটা সরিয়ে নিলাম, আর জলটা ওখানেই রয়ে গেল, আমার হাত একটুও ভিজল না – এবার আমি কাচটা ভেঙে ফেলেছি, আর জানি না এখন জলটা কোথায় রাখব।

খুকু ৪ – (জলে ঠোঁট রেখে যেন ঝর্ণা থেকে জল পান করে) : কী মিষ্টি আর কী ঠাণ্ডা!

খুকু ২ – আর কী নির্মল!

খুকু ১ – এটা কি জ্ঞান, ভালো এবং মন্দের গাছ, নাকি সব গালগল্প?

খুকু ২ – যে ষাঁড় রণভূমিতে মারা যায়, শুধু তার চোখই দেখে।

খুকু ১ – সে নিজেকেই দেখে।

খুকু ৪ – যে আয়না বিকৃত করে শুধু সেই কিন্তু দেখতে পায়।

খুকু ২ – মৃত্যু, ওই নির্মল জল...

খুকু ১ – আর ভীষণ ভারী।

খুকু ৪ – স্লেটের বিছানাটাতে সবুজ পাতার পাড় দিয়ে দে, কাঁকড়ার লেসের ওপর মার্টল দিয়ে ঢাকা দিয়ে একটি নিভৃত ঘর আর একটি সাদা গোপন কুঞ্জকুটির তৈরি কর। আমি বনের গভীরে তোদের আমার হিসাবের বই আর আমার অ্যাকর্ডিয়নের মতো কুঁচনো প্রার্থনা বই থেকে পড়ে শোনাতে চাই — ভাস্বর এবং ব্যাকব্রাশ করা প্রথম লিখিত ও গীত নোটটি থেকে গোলাপ আর পেরিউইঙ্কল টুপ টুপ করে ঝরে পড়ে মাকড়সার জালের ওপর, মাকড়সা বাবাজি তখন সিঙ্কের প্রান্তে বসে হিসাব কষছে। আমি যোগ করি, এক নম্বর, মভ, গোলাপি আর সবুজ রঙের প্রালিনের একটি ছোট ব্যাগ, একটি কার্নিভালের মুখোশ, ছাইয়ের একটি মুখোশ যার থেকে বহু বছরের পিচ ঘাম হয়ে বেরোচ্ছে, যেটিকে সেলাই করা হয়েছে চালের দানার বৃষ্টি দিয়ে যা ঝড়ে শুষে নেওয়া তেল মাখানো বাঁশে জড়ানো গ্রীষ্মের আকাশের হাস্যোজ্জ্বল মুখ উদ্ভাসিত করছে এবং, দুই নম্বর, যে ছিন্ন ক্যানভাস চিতার চিকনের কাজ করা মসলিনে হাওয়া দেয় তার ওপরে সম্পূর্ণ জোর দিয়ে, নাড়িভুঁড়ি বার করে সমুদ্রের জলে আঙুল ভেজায়, জুঁই ফুলে ভরা ফুলদানির মুখ আর তারপর বিরক্তিকর জিনিসের সারি — কসাই ৫০, মুদি ৩০০০ — কয়লা, তেল, কড়াইশুটি আর গাজর, চিনি, লবঙ্গ, আলু, পেঁয়াজ, জলপাই, নুন, মরিচ ৩৮ আর ১১ আর ২০০, ৩০০০, ৮০, ৬৫০, চাল, রসুন, ছোলা, মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা খোলা পাখার পেছনে কালো পায়রার কমলা উড়ান, লম্বা চিঠির উত্তর দিতে হবে, চোখ বুজে হাড্ডাহাড্ডি তলোয়ার চালানো সঙ্গীতের সুরে পড়ে গেলে হবে না এবং ভোজসভার টেবিলটা ঢাকা দেওয়া চাদর আর মশালের অন্ধকারে নখ আর ঠোঁট চিবোনো ঈগলের পালের দীর্ঘ মিছিল।

খুকু ১ – গোল হয়ে গুঁড়ি মেরে বসে থাকা আতশবাজির ইস্পাত আর কী ভীষণ কোমল ও আদুরে আকাশি নীলাভ নীলকে রোপন করতে ব্যস্ত নিয়োজিত ব্যায়ামকুশলী রূপকথা, তার উন্মুক্ত যন্ত্রণার সমস্ত কার্পণ্যের নীলে সজ্জিত।

খুকু ২ – শুভ জন্মদিন, শুভ নববর্ষ, মিষ্টি গ্রীষ্ম, ধাতব বাতাস, মৌমাছির জিভ, সেঁকা পাউরুটি আর

মাখন আর তরমুজের গন্ধ।

খুকু ৪ – রাতে আমি আমার বিছানার মড়িঘরে মাথা ঠুকে ঠুকে গান গাই আর কাঁদি। পাখি দিয়ে ঠাসা আমার প্যালেটের উলের গোছার চিত্রবিচিত্র নকশা আর আমার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হাত অ্যানিমোন ফুলের তোড়াগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে।

খুকু ২ – গ্রীষ্মের আনন্দগান, সুন্দরী ও পৃথুলা ও মোহময়ী একটি মেয়ে, অনন্য ও অতি বিরল একটি রচনা, সাদা খড়ির পুরু আঁচড় ভীরুভাবে হিসাব দেয় কেটে।

খুকু ১ – পান্না খচিত নীল ছেনি সৌভাগ্যের আশায় চিৎকার করে তাসের সেতুর খিলানটিকে দ্বিখণ্ডিত করে, ছায়া তার কাছি ছিন্ন করে।

খুকু ২ – গাছ, শব্দভরা গয়না, আশার কণ্ঠহার, মধুর শিকল, বাঁশির বাতাস, মাটির মুখোশ, রূপোর ঘণ্টা, স্ফটিকের গোলাপ, ঘড়ির ঘুম।

খুকু ১ – দেখ, কীভাবে সূর্য, যে আমাদের কামনা করে, পাতার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছ এসে আমাদের মুখ, আমাদের হাত, আমাদের পোশাক এবং বাগানকে কুষ্ঠরোগী করে তোলে। ওর আঙুলে শুকনো ডুমুর, পুঁজ, রক্ত আর জটামাংসীর গন্ধ, আর ওর পোশাকের নীল রঙ হাজার চুমকি আর গ্রেগরিয় মন্ত্রপাঠ আর ক্ষারীয় গন্ধের ঝলকে ভেঙে যায়।

(হাসতে হাসতে)

সূর্য আমাদের মৃতদেহ সাজিয়ে রাখছে, সূর্য আমাদের ভালবাসে।

****

কবর-খুঁড়িয়েদের কার্নিভালের দৃশ্য

কফিন কাঁধে নিয়ে স্যাটার, সেন্টর আর ব্যাকাসের সেবিকার ছদ্মবেশে এক দল কবর-খুঁড়িয়ের প্রবেশ। তারা মাতালের মতো নাচতে নাচতে ঢোকে, ক'টা টুলের উপর তালপাতা বিছিয়ে তার উপরে কফিনটাকে রাখে, সেটি খুলে ক'টা বড়ো বড়ো বয়াম আর কাপ বের করে, সেগুলিকে মদ দিয়ে ভরে দেয় আর মদ খেতে খেতে কফিনের উপরে রাখা বয়ামগুলোর চারিদিকে গোল হয়ে নাচতে থাকে।

খুকু ২ – রাতে আলোর চারপাশে নাচ, তাস খেলার আইরিস ফুলের গান গা আর সুরাপাত্রের তালে তাল মিলিয়ে দুই হাতের তালুর ভিতরে আগুন আর নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেল।

খুকু ১ – শ্যাওলায় ভোগা সূর্যের পরতের জ্বলন্ত আগুনের উপরে রাখা তারার তুষার-শলাকা, সারি দিয়ে সব স্থাপত্য, সস্তায় পাড়া ডিম, চার প্রান্তে আগুন-জ্বলা নীল চাদর।

খুকু ২ – মুরগির ঘরের ঈগলদের খেতে দেওয়া ছাই হীরার ক্ষেতে লাঙল টানা ঘোড়ার ব্রোঞ্জের ডানাগুলিকে গলিয়ে ফেলে আর তামার থেকে মধু আঁচড়ানো ছেনির ডগার সুরকে বেঁধে ফেলে লণ্ঠনগুলোর সঙ্গে।

খুকু ৪ – ভালোবাসার পাগলামিতে মত্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অন্তরীক্ষের গভীরে ছুঁড়ে দেওয়া নোঙর, আগুনে ভেজা নৌকা থেকে টেনে আনা কাছি।

খুকু ২ – বড়ো চেরির পিঠেটা মাছিতে ভর্তি। তোরা যদি চেখে দেখতে না চাস, আমি পুরোটাই খেয়ে নেব, গোটাটাই, আর তার পরে তোরা কাঁদতে পারিস, কাঁদতে পারিস, কাঁদতে পারিস আর আমাকে মারতে পারিস।

খুকু ১ – পিঠেটা যতটা আমার ততটাই সবার!

খুকু ৪ – পিঠেটা কারো না, বরং বলা যায় ওটা মাছিদের।

(যেভাবে মঞ্চে ঢুকেছিল সেভাবেই কবর খুঁড়িয়েরা আবার কফিনটি তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায়; খুকুরা তাদের অনুসরণ করে আর খুকু ৩-এর চিৎকার শোনা যায়)

ওতেই হবে, ওতেই হবে, ওতেই হবে।

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য – একই বাগান, কিন্তু চার খুকু এখানে একটা খাঁচার ভিতরে নগ্ন।

খুকু ২ – কিতকিত খেলার সময় গাছগুলো যেন ওলনদড়ির ঘণ্টি, যা প্রতিবার খাওয়ার সময় বেহালার সুর প্রতি পদক্ষেপে নিয়ে আসে, বেহালার ফ্রেমে বুনে চলে, যা সেলাই করা বিস্তৃত শিকারিদের দলের লাইলাক ফুলের ঝালরের সঙ্গে, কোবাল্ট পাথর আর সি আর্চিনের মালা উপচে পড়ছে প্রতিটি পাতার সঙ্গে আঁটা ঘড়ির পাশের দেয়ালের উপর। বেখাপ্পা ক্ষত আর কাতলা মাছের সুগন্ধি লাফের কষাঘাত। কী গভীর নীল মিশেছে হত্যালীলা, লজ্জা, আর বাদাম হ্রদের নেতিয়ে পড়া ফুলের চিকনের কাজের সঙ্গে। প্রতিটি মেষশাবকের আছে তার নিজের ডানার ভার আর নখ-দন্ত খোদাই করা শ্বেতপাথরের উপরে প্রকাশিত প্রতিটি সূর্যোদয়ের বোঝা, রামধনুর জ্যা দিয়ে টানটান করে খোঁটায় বাঁধা নীলাকাশের কপালের ঘাম মুছিয়ে দেওয়া বস্ত্রখণ্ডের বিষণ্ণ সারল্য সুগন্ধের আবেশের মধ্যে খুঁজে পায় ভোজসভার গুরুত্বপূর্ণ অংশে পৌঁছানোর পথ।

খুকু ১ – কোনোরকম ভাড়ার সর্বনাশা অনুপস্থিতির আর মইয়ের উপর থেকে বিশাল ঝাঁপ দেওয়ার অস্পষ্ট আতঙ্ক শিখরে পতাকা স্থাপন করে তাদের আড়ম্বর আর জন্মদিনের উন্মোচন করে।

(মঞ্চের ঠিক মাঝখানে এক বিরাট অ্যাকোয়ারিয়াম ফুটে ওঠে যার মধ্যে গোল হয়ে সাঁতার কাটছে রঙবেরঙের মাছ — একটা লাল, আরেকটা নীল, আরেকটা হলুদ, আরেকটা সবুজ, আরেকটা বেগুনি, আরেকটা কমলা। অ্যাকোয়ারিয়াম থেকে তোড়ায় বাঁধা ফুলঝুরি বেরিয়ে আসে।)

ঝর্ণার কালি তার হাঁটু কেটে ফেলেছে এই বিকেলের গলিত মাখনের উপর, যা নিয়ে পুঁথির নাছোড় টক গন্ধ, স্তোত্রপাঠ আর শান্তির জন্য প্রসারিত হাত দিয়ে জড়ো করা ছায়ার স্ফটিক প্রিজমে হেড টেল খেলা চলছে, ফোঁটায় ফোঁটায় সূক্ষ্মভাবে আইবিস পাখির গোলাপি

রথগুলির লাগামছাড়া দৌড়কে আন্দোলিত করে। দাঁড় চালানোর ফলে চুন ঘেঁটে তৈরি হওয়া কাদার মধ্যে দিয়ে তারা তাদের ন্যাকড়াকানি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, হাতের তালু দিয়ে এলোপাথারি থাপ্পড় মারছে আর্কেডের রেশমি কাপড়ের উপর,অ্যারিয়াডনির পাখা ও সুতোয় আটকে আছে দেহ ও আত্মা, সব উৎসব বাদ দিয়ে মোরে ইলের কাঁটাঝোপে জড়িয়ে।

খুকু ৪ – ঊষার ছায়া নখ দিয়ে পৃষ্ঠার কোণে অ্যানিমোন ফুলের তোড়ার উপরে দাগ কাটে।

খুকু ২ – ধেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, ছুঁচো, বাদুড়, ফিভারফিউ ফুল, ধূসর মলম, নাইট্রিক অ্যাসিড — লাইল্যাকের ডালে বসে ঘুমিয়ে কাদা, গোলাপ আর ক্রিম টার্টের বৃষ্টির মধ্যে চুক্তির চেরা খুরের উপর আয়েস করে বসে।

খুকু ১ – বাতাসে ছুঁড়ে দেওয়া চরকি, লক্ষ্যের দিকে চেয়ে তক্কেতক্কে বসে, পান্নাসবুজ হ্রদের উপর শিকড় উপরে করে পোঁতা গাছটির থেকে বিচ্ছিন্ন।

খুকু ২ – আঁকিবুকি, আঁকিবুকি, আঁকিবুকি চকে ভেজা ডাস্টারটা বাতাস আর গানটির উপরে বুলিয়ে, চাঁদের স্কার্ফটাকে নিসর্গচিত্রের সঙ্গে আটকে, আর তারস্বরে চিৎকার করে উঠছে দুর্বল মনোযোগ আর বিষণ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক বিকৃতির মাঝে। ধেড়ে ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর, ছুঁচো, বাদুড়, অ্যাসিড মলম ধূসর নাইট্রিক লাইল্যাক আর খাঁচার ভিতর দিয়ে আকাশের গরাদের উপর লোহার আঘাতের মতো ডানার সজোর ঝাপ্টা ঝাপটার সুদূর বৃষ্টি।

খুকু ১ – সাপের লম্বা বিনুনি, ফুলের পোশাক পরা প্রতিটি মৌমাছি, দুধ ভর্তি কাপ লাফিয়ে নামে জোড়া পায়ে, তার ফন্দিফিকির আর তার সুরের ঝর্ণা, আরবি নকশা আর প্রসারিত শাখাপ্রশাখায় দংশনের দাগ।

খুকু ২ – ছোট্ট লেডিবার্ডটি হামাগুড়ি দিচ্ছে, তার লণ্ঠনগুলো ফাঁসির মঞ্চের গলায় বাঁধা দড়ি থেকে ঝুলছে। চকমকি পাথরে তার জলপাই তেল কিঁচকিঁচ করে তৈলাক্ত করছে পেরিউইংকল ফুলের মতো নীল পুকুরটাকে, যে ডিমটাকে রুদ্ধশ্বাসে ফেটিয়ে ওমলেট বানানো হয়েছে তাতে চোবানো ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিচ্ছে জানলাটা।

খুকু ১ – ছোট্ট লেডিবার্ডটা মরে গেছে, আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, ছোট্ট লেডিবার্ডটা টেঁসে গেছে, পটল তুলেছে।

খুকু ৪ – ক'টা রুটি, এক গ্লাস ওয়াইন আর সূপ, গাঢ় নীল ও হালকা নীল চেক-কাটা টেবিলক্লথে সাজানো টেবিল, কাঁটাচামচ, ছুরি, চামচ, প্লেটের উপর ভাঁজ করা ন্যাপকিন, সূর্যটা মারমুখী হয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্রোঞ্জ রঙটা মুছতে মুছতে বালতির মধ্যে উগরে ফেলে ঈষৎ গোলাপি ওপচানো হলুদ, আর বালতি থেকে টেবিলের ডান দিকে এসে পড়ে সপাটে একটা ঘুষি।

খুকু ২ – গোন — বল ১, ২, ৩, ৪, ১০, ১১, ২০, ২, ৩, ৪, ৪, ৪।

খুকু ১ – গোন, গোন, গোন।

খুকু ৪ – নাগপুরী কমলা, দার্জিলিং কমলা, লেবু, জলপাই, ছোট গ্রিল করা মাছ, ঘড়ির টিক টিক, সন্ধ্যা, দিন, সকাল, ভোর।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য – একই বাগান, চাঁদের আলোয়।

খুকু ৪ – (চেয়ারে একা একা বসে) সকাল তার সমস্ত ইঙ্গিত আর সোনালি রথগুলোকে টোকো তিক্ততায় চুবিয়ে নেয়, কুঠারের কালো পা-বিশিষ্ট হামা দেওয়া তারা, আলগা খিড়কিতে এঁটে থাকা দাঁড়ি কমা ধুলোর ফাটলে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য হলুদ ও ম্লান ফেস্টুনের কারণে চিৎকার করে, আর আগুনে ছুঁড়ে দেওয়া কুয়োর ধাপে তেল ছিটিয়ে, ঝলমলে ধূসর রঙকে শান্ত করে, ফাঁদ থেকে তুলে নেওয়া স্কোয়াশটিকে হাতে তুলে দিয়ে, তার কলঙ্কময় বিভ্রম আর উইংসে লুকানো পর্দার দিকে তার ছলনাময় ইঙ্গিত তার সুর আর তার কান্নাকে একশোটি প্রধান দিকে শিহরিত করে আর তার গনগনে গরম ধনুর্ধারী সসেজগুলি খেলায় ঢুকে পড়ে, ফুলে ভরা বাদাম গাছের কড়িকাঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নগ্নমূর্তি আবিষ্কার করে, এক থালা ভাতের মধ্যে বাদামের মতো নকশাতোলা কাপড়ের উপর চূর্ণ হয়ে যাওয়া সূর্যের হাঁ মুখে এক ঝাঁক পায়রার উড়ানের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া তার সমস্ত গহনা আর মলম দিয়ে বিছানাটিকে বেঁধেছেঁদে ফেলে, পরিশ্রুত নৈঃশব্দ্য, আনন্দোচ্ছল সঙ্গীতে ফুলেফেঁপে উঠে অপেক্ষায় শুয়ে থাকা, তার হাইড্র্যাঞ্জিয়া ফুলগুলি ভেসে যায় অনুশোচনা ও গুরুত্বহ্রাসকারী পরিস্থিতির বন্যায়। ভেংচিকাটা নাসা, বজ্রমুষ্টিতে দুমড়েমুচড়ে ফেলা পেরেক, তার ছুঁচোলো খিলানগুলোকে ভাগবাটোয়ারা করে দিচ্ছে, দিনের পর দিন হিসাব রাখছে, তার কলঙ্কগুলোকে ভাঁজ করে গোলা পাকাচ্ছে আর তার স্লেটগুলোকে রাখছে ডানার তলায়। একগাদা সুগন্ধি তার স্তোত্র পাঠ করতে করতে আর সবকটা পাল তুলে দিয়ে প্রতিটি দরজায় কামড়ের দাগ আঁকে, সব জাদুমন্ত্রের অনুমতি থাকে, খোলা খাঁচা তার পাখা খুলে দেয় আর তার শিকলের শ্বেতপাথরে কামড় বসায়, খোদাই করা সংখ্যাটি সিঙ্কের ভিতরে তার এঁটুলিগুলির খোঁজ করে, ছোট নীল সসপ্যানটা মাটিতে হাঁটু গেড়ে নিখরচায় আর নির্দ্বিধায় তৈরি গোলাপি ছায়ার গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমায়, ভণ্ড বেগুনি জানলাটির চুলের মুঠি ধরে রান্নাঘরের মেঝের উপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে তার গলা কেটে ফেলে, টেবিলটি রক্তে তার পা ভিজিয়ে নেয়, মুখ হাঁ করে তার নীল দাঁতের বৃত্ত দেখায়, অর্থহীন শপথ তাদের ডানাগুলোকে জং ধরে বেঁকে যাওয়া পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে, এই সময়ের গুরুত্ব তার মাংসকে দূষিত করে প্রামাণ্য স্পষ্টতায় আর ঘড়ির প্রবাহ প্রতিটি পদক্ষেপে তার স্বৈরাচারী ঘৃণাকে অনুমোদন করে।

(একটি বিশাল সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়া তার নাড়িভুড়ি টানতে টানতে মঞ্চে প্রবেশ করে, তাকে ঘিরে আছে ঈগলের দল; তার মাথার উপর বসে আছে একটি পেঁচা; কিছুক্ষণ সে খুকুটির সামনে থেমে দাঁড়ায়; তারপর মঞ্চের অন্য প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।)

রামধনু-রঙা চুলের আলোকোজ্জ্বল ঝর্ণা খাড়া হয়ে, ইস্পাতের পালকের যে কণ্ঠহারের আঘাতে লেডিবার্ডের মৃত্যু হয়েছিল তার প্রতিটি আঙুল থেকে ঝুলে আছে, নমস্কার আর

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত আর বিপদসংকেতের স্তূপ, কম্পমান লজ্জাবতী লতার শাখায় ছড়িয়ে থাকা সমস্ত দুধে পাতলা হয়ে মিশে থাকা তীক্ষ্ণ আকাশি রঙে তাদের আদরের ছাপ ফেলে, সাদাটে মন্ত্র আর অদ্ভুত বিস্ফোরণ দিয়ে ঘরটিকে অন্ধকার করে রাখে, সমকেন্দ্রিক দবদব করা চিত্রগুলিকে দুমড়েমুচড়ে নিয়ে যায় উদ্ভূত ক্ষুদ্রতায়, লাইল্যাক রঙের ব্লাউজ সমেত নীল পোশাক, তার স্কার্টের কী ভীষণ কোমল সবুজ, গোলাপি হাত, হলুদ দিচ্ছে তাল, গিরিমাটি রঙ অলস স্বপ্নের মৌতাত থেকে চমকে জেগে উঠে ফোঁটায় ফোঁটায় ছড়িয়ে পড়ে চুনাপাথরে আটকে পড়ে, বন্যায় ঝুলে থাকে, ঠিক করা সংকেতের মিশ্রণ মিশিয়ে তারা কিনারায় প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন সৌরভের জন্য একটি উন্মুক্ত রাস্তা খুঁজে বার করে।

(একটি ছোট বিড়াল দাঁতে একটি ক্যানারি পাখি ধরে ডাল থেকে ডালে লাফ দিতে দিতে যায় এবং তুষারপাত শুরু হয়।)

কোনাকুনি করে ভাঁজ করা বিছানার চাদরটি সাজানো কারনেশন আর আইরিস ফুলের মালায়, টম চাচার কেবিন ঢাকা চাঁদ ও তরমুজের টুকরো দিয়ে, সামুদ্রিক শৈবালের পাখি, প্লাস্টারে বানানো ট্রিস্টান ও ইজোল্ড, গোলাপের মালা আর ডুমুর ও ইঁদুরে ভরা তাল গাছ, বড়ো শঙ্খ, সোনার ঘড়ি আর মৌমাছির ঝাঁকে চিবোনো কাটাকুটি ভরা খোলা বই, নিলামে তোলা ভালো ও মন্দের গাছ।

(খুকু ১ আর খুকু ২-এর প্রবেশ, নগ্ন, এক হাতে বড়ো জ্বলন্ত চুরুট, অন্য হাতে তারা টেনে আনছে একটা খালি হাতে টানা গাড়ি; খুকু ৪ ডুকরে কেঁদে ওঠে আর পাগলের মতো নাচতে থাকে, শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে নিজের পোশাক ছিঁড়ে কুটিকুটি করতে থাকে।)

খুকু ৪ – আকাশের তারা থেকে পড়া ফুটন্ত চর্বি ভায়োলেট ফুলে ভরা মাঠের গোলাপি চাদরকে ঢেকে দেয় তার চেরিফলের বীজে, সূর্যের আয়নায় ঝলসে নেয় তার ডানা, দিনের বেলায় টাঙানো পালকের পর্দার উপর নিজের ডানা ছড়িয়ে দিয়ে আর নির্দ্বিধায় টোপে কামড় বসিয়ে সে ভাতঘুম দেয়। গরম গরম ভুঁড়ি ভুনা ভর্তি খাসা একটা প্লেট, চারিদিক হাসিখুশি, কলসি উপচে পড়া মদ, হাতে গড়া সাদা পাঁউরুটি, গোলাপে ভরা তোড়ায় বাঁধা মৌমাছি, এক ঝাঁক হাত আদর আর সূচিমুখ দিয়ে নকশা তোলা রেশমি রুমালে ঠোকর মারছে, এক ফোঁটা রক্ত তার শিখাটাতে দিচ্ছে মোচড়, লেবু-হলুদ, পেস্তা-সবুজ, কালো আর লালচে বেগুনি রঙের বড়ো বড়ো ফুটকি দেওয়া পোশাক, হাঁসের কাছে ছুড়ে দেওয়া আনন্দ, তালগাছের কিনারে কাঁটাঝোপে পাকানো ওলন দড়ি, গজের মধ্যে দিয়ে চকচক করা বল্লম থেকে ঝুলে থাকা পতাকার ঠোঁটের সজোরে চালানো কুঠারের আঘাত দিয়ে সাবধানে ভাঁজ করা, অতি কিপটেমো করে বন্যায় ঢেলে দেওয়া সব নীল রঙ, গোলাপি ক্ষত আর সোনালি পতাকাকে চঞ্চু আর দন্ত দেখিয়ে, সমস্ত ক্ষুদ্র সবুজ চেককাটা সৌরভের গরিমা, তার নখরে শক্ত করে ধরা সূর্যের দিকে জবাবের পিঠ ফিরিয়ে নেওয়া, চলকে পড়া শোকের বিশালতা, মাটি দিয়ে গড়া হাত দিয়ে জানলা লুকোনোর চেষ্টা।

খুকু ১ – ঈগলের গলার মুষ্টির চারিদিকে আঁকড়ে ধরা দাঁত, তার নরম পালকের চাবুক প্রতিটি পাপড়িতে টাঙিয়ে দেয় ভীষণ অপ্রত্যাশিত আদর আর মারমুখী চিন্তা, সেতুর খিলানের সঙ্গে

খাপছাড়া, কান্নায় ভেঙে পড়ে তার মিছিলের, শোভাযাত্রার আর অসংখ্য গুণাবলির অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবনার অস্পষ্ট প্রকাশ। এই নে হিসেব : সেলাই আর রিফু করার জন্য তিন প্যাকেট সাদা তুলো, একদম মাঝখানে অ্যাসিডে ফুটিয়ে তোলা সর্বনাশা ছবি, প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু ছড়ে যাওয়া ক্ষতের পথটিকে আলোকিত করে।

খুকু ২ – সুন্দর পুঁটিমাছ ভাজা, এক প্লেট পিঠে, প্রিয় পিৎজা, চিনার গাছের ছায়ায় ঝোলানো সূর্যকে উৎসর্গ করা ক্ষৌমবস্ত্রের দাঁত কিড়মিড় করার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

খুকু ১ – ফুটির ফালি চাঁদের আলোয় তার মেরু-অঞ্চলীয় খিদেকে ঝলসে নেয়।

খুকু ২ – মিষ্টি বাদামের দুধ, আঙুর, ডুমুর, লেটুস, গলানো সোনা, কালো জলপাই, মুঠোভরা হাসির থোকা, সদ্যোজাত তারকার সবুজ রস, রুপোর শিঙা সরোবরের তীরে বসে জলে পা নাচায়। অলৌকিক ঘটনায় উপচে পড়া মাটির ফুলদানির উপর মৌমাছির ঝাঁকের আক্রমণ, জ্বলন্ত বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন দুরারোহ মই মাঠের উপর ছড়াচ্ছে মুঠো মুঠো নুন।

খুকু ৪ – আমার চাই একটা সোনালি বেগুনি রেশমের পোশাক, রুপো দিয়ে নকশা তোলা, মোতি, জুঁইফুল আর মাকড়শার সূক্ষ্ম জাল দিয়ে সেলাই করা, লজ্জাবতী, ল্যাভেণ্ডার, নার্গিস, কারনেশন আর জবের শিষের পাড় বসানো আর আমার মাথার চারিদিকে কাঁটাঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া আগুনের শিখা, হত্যালীলার কাছে পৌঁছে দে প্রেম, পাগলামোর জন্য বড়ো বড়ো পপি ফুলের তোড়ার জন্য সারগাসো সমুদ্রের জন্য মেলে দে পাখা, গোলাপি শৈবালের উপরে লাগানো মোটা মোটা লবঙ্গ থেকে চুঁইয়ে বেরোয় আকাশি নীল গোলাপের ফেনার বন্যা, গিয়ে পড়ে ঘরচিতি সাপের বাসার উপরের জাফরি ঢাকা দেওয়া শ্বেতপাথরের সোনার উপরে আগুন দিয়ে লেখা শব্দগুলির উপর।

খুকু ২ – কালো ভোজ, অশ্রুসিক্ত সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র শুকোতে দেওয়া আছে বাসি বিছানার উপর যা খড়খড়ির মধ্যে দিয়ে আসা প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসেই কাটা পড়ে।

খুকু ৪ – ধরা পড়ে যাওয়া মিথ্যা সাইনবোর্ডে ঘেরা নিয়তির কাছ থেকে ছিঁড়ে নেওয়া হাতের উপর টগবগিয়ে ফোটে, আগুন চাটতে চাটতে ভায়োলেট ফুলের মাঠকে ঘষটে যাওয়া কেলাসিত মেঘের উপর ভাসিয়ে দেওয়া বিস্ময়ে ভরা প্রাসাদের তরল স্থাপত্য।

খুকু ২ – একটা ফুলের তোড়ার কল্পনা করা ভীষণ ঝড়, তোড়াটিকে আপেলের স্টু-এর বৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে সিঙ্কের নিচের সব্জির তাকের পিছনে, তার বেগুনি রঙের জোব্বার ভাঙা ভাঁজের সোনালি পাড় ঢেকে, পূর্বনির্ধারিত সংকেতের মিষ্টত্বের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে।

খুকু ৪ – কপর্দকশূন্যের কবর খুলে দেওয়া হয়েছে ভোজসভার জন্য, দক্ষতার খেলার জন্য আর ওফেলিয়ারা চমকে দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে যে সরোবরকে আচমকা তার পাতা উলটে দেওয়া দেওয়ালচিত্রের জন্য।

খুকু ১ – অর্কিডের বন্যার কালো জন্ম তাদের ভাগ্যের খেলার হিসাব রাখে ছেঁড়া কাপড়ের গায়ে আটকানো টালির উপরে, ভুলভাল দান দেখে কনুই দিয়ে পরস্পরকে খোঁচা মারে, নম্বরটা

জিতে যায় রঙিন কাগজের মালা দিয়ে তৈরি জ্যোতির্বলয়, মাথাটা মন্দিরের শান বাঁধানো পথে কপাল ঠোকে, মন্দিরটি হঠাৎ নম্বরটিকে নখ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটতে খুঁটতে কালো দিয়ে ঢাকা সরোবরের অন্ধ চোখের উপর প্রতিফলিত হয়।

খুকু ৪ – নৈঃশব্দ্যকে শেকল পরানো হয়েছে, পরানো হয়েছে স্ট্রেটজ্যাকেট, বাঁকাচোরা কোন, এক দলা কফ আটকে আছে পায়রার হাঁ-করা গলার পান্নায়।

(খুকু ৩-এর গলা শোনা যায় — ওতেই হবে ওতেই হবে ওতেই হবে...)

খুকু ৪ – লাঙল টানা ঘোড়ার খোলা ডানার মলম দাঁতে কেটে ক্ষতটা খুলে ফেলে আর পোশাকে সূর্যের আলোর ফোঁটার কামড়ের দাগ চাঁচতে থাকে তার দেওয়া ছায়াতে বসে তাদের ভারী ভারী কোলাব্যাঙদের নিয়ে গান গাইতে গাইতে।

খুকু ৩ দূর থেকে – ওতেই হবে...

খুকু ৪ – ঝলমলে বল্লমটা আকাশের মধ্যিখানে গাঁথা, তার থেকে ঝুলছে আপেল-সবুজ মখমল, পাড়ের ঝালরের গোলাপি রঙ ব্ল্যাকবেরির কাঁটায় ছিঁড়ে ফেলছে তার ধারগুলো।

খুকু ২ – বিরাট সাদা চৌখুপিটা গোল্লা পাকানো তুলো দিয়ে রেশম দিয়ে বেগুনি রঙের ডানা দিয়ে আসমানি গুল্মের গুচ্ছ দিয়ে, ফেটানো ক্রিমের অনাবিল কাঁটা, চিকনের নীল, আকাশ থেকে কেটে বার করা জানলার ধারে ঠেস দেওয়া হাতের মোম রঙ, জইয়ের ক্ষেতের মতো ছড়িয়ে আছে ওলন দড়ি দিয়ে বানানো কালো ম্যানটিলা, ওলন দড়িগুলোর উজ্জ্বল সবুজ রঙ করা কাঠের বাতাগুলো রাখা হয়েছে আড়াআড়ি করে, ঘুমন্ত বয়ামের মধ্যে কিচকিচ করছে তাদের লোলুপ ও খুঁতখুঁতে বাসনা, চাঁদের ফাঁদে ধরা পড়া, নাইটিংগেল পাখির বিলম্বিত গানে ছিনিয়ে নেওয়া জমির প্লটের আক্রমণে অতিষ্ঠ শিকল-বাঁধা কংক্রিটের ক্ষারীয় গানের গঁদের আঠা দম বন্ধ করে ছাড়ছে।

খুকু ৪ – কড়ে আঙুলের টাইমটেবিল থেকে ঝুলে থাকা জগের হাতল বয়ে নিয়ে চলা ডানাদুটোর দুর্বহ ভার।

খুকু ২ – যেমন খুশি তেমন সাজো পার্টি স্লেটের উপরে নিঃশব্দে কুরে কুরে খাচ্ছে।

খুকু ৪ – ক্রুদ্ধ ঘোড়া সরোবরের টানটান গাল থেকে টুকরো টুকরো ত্বক ছিঁড়ে নিচ্ছে, লিলি ফুলের মধ্যে দিয়ে অন্তিম বিচারের ইস্ট ছাড়া বানানো রুটির অবগুণ্ঠিত শিঙায় দিচ্ছে ফুৎকার।

খুকু ২ – কুল ভর্তি বিশাল ঝুড়ি, তাতে আবার পাখি দিয়ে বিনুনি করা, সুদূরের বাঁশি এক ফালি ফুটির উপরে আয়েশ করছে, আলোকিত করছে জুঁইফুলের তোড়া দিয়ে বানানো ঢালু পথ, মিষ্টি কোমল ছবিটিকে চাবুকের ইস্পাত কঠিন আঘাতে ভরিয়ে দিচ্ছে, এতটাই জোরে যে লম্বা হাতও ছোট হয়ে যেতে বাধ্য।

খুকু ৪ – আজ সন উনিশ শ' আটচল্লিশের মে মাসের সপ্তদশ দিন, আমাদের পিতা প্রথম স্নান করেছেন, আর গতকাল, এক চমৎকার রবিবার, তিনি বন্ধুদের সঙ্গে নিম গিয়েছিলেন ষাঁড়ের লড়াই দেখতে, এক প্লেট স্প্যানিশ রাইস খেয়েছিলেন আর সুরাবিজ্ঞানের টেস্ট টিউবে করে

খেয়েছিলেন খানিকটা মদ।

খুকু ২ – সূর্যঘড়ির নতুন করে জ্বালানো আগুনের উপরে প্রেম তার লাভা ছড়িয়ে দেয়, আগুনের চাকার উপরে ভাসে নূহের নৌকা, তেল বন্যার মতো বয়ে যায় ঝড়ের উপর দিয়ে, কান্নায় কালো হয়ে যাওয়া ড্রামের উপরে নৌকা তার ডানা ঝাপটায়, জবাবের খুঁজে বার করা ঝোপের উপরে ছুঁড়ে দেওয়া চিকনের কাজ করা কাপড় শিঙায় শিঙায় থিকথিক করছে, সেই শিঙার ঝলসানো নীলের থেকে উপড়ে নেওয়া কাঁটার চারিদিকে ছাইয়ের ফোয়ারা তার শৈবাল জমায়, প্রতিবার ভিক্ষা পেলেই দিচ্ছে চম্পট, লম্বা লম্বা পাতায় ঢাকা বাঁকাচোরা মাস্তুলওয়ালা ভেঙে যাওয়া ডালের লজ্জায় রাঙা আশা গজগজ করতে করতে হাসে, সেই হাসি একটি পোশাকে আঁকা নকশা থেকে বেমালুম তুলে নেওয়া, আর তার জোড় হাত সেঁটে আছে নৌকার ভাঙা ডালপালায়, বিক্ষিপ্ত গুলি কামড় দিচ্ছে আটকে রাখা সাদা পৃষ্ঠায়, লেবুগাছের মিষ্টি বাদাম-সবুজ রঙ সাদা কাঠের টেবিল থেকে বেরিয়ে থাকা কাপড়ের পাড় ধুয়ে দেয়, টেবিলের এলামাটি দিয়ে রঙ করা ধাপগুলোতে সকালবেলার সূর্যের চালের দানা ঝাপটা মারে, এক পা তুলে দেয় উন্মোচনে ভর্তি অগ্নিশুদ্ধ পাঁচিলে।

খুকু ৪ – দুর্ভাগ্যে ঝুলে থাকা দৈববাণী, তার বহুরূপীর দল ঝড়ের বরগা থেকে চুঁইয়ে বেরোচ্ছে, বল্লমে গিজগিজ করা মাটির উপর তার ডানাদুটো নিঙড়ে নিয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

খুকু ২ – নীল গোলাপি আর বেগুনি আর সকালবেলায় জানলার উপরে ঝাঁকিয়ে নেওয়া এক বড়ো জামবাটি দুধের লেবুরঙ।

খুকু ৪ – মুখ তার চোখের পাতা মেলে চায় দড়ির মইয়ের উপরে, পাথরের সিঙ্কের উপরে কনুই রেখে বাজায় সুগন্ধী আরবি নকশার দলের ধাতব বীণার থেকে শেখা তুড়ুক তুড়ুক নাচের সুর, দাঁত-নখ আটকে থাকে বয়ামচাটা সাদা গুঁড়োর কাপড়ে, গানের ধুয়োর জন্য সমস্ত পর্দা তুলে দিয়ে জবাবের ভারী নক্ষত্রসমাবেশ গুলে যায় কাঁটাঝোপের উপর ঢেলে দেওয়া ক্রিমে, স্লেটের উপরে বড়ো বড়ো কালো জলপাই দিয়ে আঁকা নাদুশনুদুশ বরবটি লতার জটাপড়া এক মাথা চুলের থেকে মুঠো মুঠো নুন দিয়ে টেনে নেওয়া।

খুকু ২ – আয়না

খুকু ৪ – পাখার হাওয়ায় চতুর্দিক দিনের মতো আলো করে দেওয়া জ্বলন্ত রুপোর প্রদীপের ভিড়ের নগ্ন নীরবতা, যে নাচ ডুবন্ত ফুলের উপরে ঝরে পড়ে চটির বক্‌লস্ আলগা করতে করতে নিজের হাসির বর্ণনা লেখে নিজেরই করতলে।

খুকু ২ – হাসি নিজের বাসা গড়ে, ঘাস গান গায়, পৃথিবী চিৎকার করে জানায় তার চোখের ইশারা আর তার তালগাছের ঢেউয়ে তেল দিয়ে মানত রাখতে করা কৌশলী ক্রিয়াকর্মের প্রতি হামাগুড়ি দিয়ে ভাটিয়ালী গায়।

(কয়েক মুহূর্তের জন্য যবনিকা নেমে আসে — দৃশ্যপট পরিবর্তন — মঞ্চের রঙ সাদা — পিছনের পর্দা, উইংস, ফ্লাইজ নানান রঙে লেখা বর্ণমালার সবক'টি অক্ষর আর বড়ো বড়ো হরফে লেখা নম্বরে ঢাকা। মেঝেটিও একই ভাবে রঙ করা। মঞ্চের মাঝখানে একটা খাট যেখানে তিন খুকু — প্রথম, দ্বিতীয় আর

চতুর্থ — শুয়ে আছে। কয়েকটা বিরাট বিরাট ডানাওয়ালা কুকুর খাটের পাশে, মঞ্চে ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছে।)

প্রথম, দ্বিতীয় আর চতুর্থ খুকু (খাটে শুয়ে, গান করছে) —

আহা আহা আহা আহা আহা, প্রেম
আহা আহা আহা আহা আহা, মরণ
আহা আহা আহা আহা আহা, প্রাণ

আহা আহা আহা আহা আহা, হাস, হাসা যাক, হাস, হাসবি? মরণ প্রেম প্রাণ। প্রেম হাসবি? প্রাণ হাসবি? মরণ হাসবি? হাস যাতে আমি হাসি, যাতে প্রাণ, মরণ, প্রেম আর তোরা আর মরণ, প্রাণ আর প্রেম হাসে — আমাদের সঙ্গে হাস, আমরা তোদের সঙ্গে হাসি, প্রেম থেকে মরণ, মরণ থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে প্রেম, প্রাণ থেকে মরণ, প্রাণ, মরণ, প্রেম জীবনভর!

(খুকুরা খাট থেকে লাফিয়ে নামে, নগ্ন। তারা মেঝেতে ফুলে ঘেরা একটা বড়ো নীল সরোবর পেতে দিয়ে তাতে চান করে। সরোবরের মাঝখান থেকে খুকু ৩ বেরিয়ে আসে, সেও নগ্ন; তার চুল ফুল দিয়ে ঢাকা, আর তার গলা, কব্জি, গোড়ালি আর কোমরে ফুলের মালা জড়ানো। সে মঞ্চের মাঝখানে নাচে, পুতুলটাকে জড়িয়ে ধরে আর ছাগলটাকে দড়িতে বেঁধে দড়িটাকে হাতে ধরে। ডানাওয়ালা কুকুরগুলো উড়ে চলে যায়। এক দল চিত্রসাংবাদিক মঞ্চে প্রবেশ করে আর সব দিক থেকে দৃশ্যটির ছবি তুলতে থাকে।)

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য — একই বাগান। ছোট উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরা চার খুকু। বিশাল বিস্ফোরিত সূর্যের আগুনের গোলা মঞ্চের উপরে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সেই বিরাট সরোবরের উপরে যেটিকে চতুর্থ অঙ্কের শেষে খুকুরা পেতে দিয়েছিল মাটির উপরে। পেল্লায় পেল্লায় আইবিস পাখিরা জলের মধ্যে ছপছপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর মাছ ও ব্যাঙ ধরছে।

গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে খুকুরা গান গায় –
আমরা যাব না যাব না যাব না বনে
লরেল গাছ আহা লরেল গাছ সব কাটা পড়েছে...

চিৎকার করে

খুকু ১ – জানেৎ এখানে আয়

খুকু ২ – জানেৎ

খুকু ৩ – জানেৎ

খুকু ৪ – জানেৎ

খুকু ২ – জানেৎ

খুকু ৩ – জানেৎ

খুকু ৪ – জানেৎ দেখে যা এই সেই চিঠি

সে একটা চিঠি চড়া গলায় পড়তে থাকে —

আমার বাঁধাকপি, আমার মুলো, আমার গাজর, আমার ওলকপি, আমার মটরশুটি, আমার স্কাইলার্ক, আমি তোমাদের চিঠি লিখছি এখান থেকে, যে কোনও প্রত্যক্ষগোচর চিহ্ন আর অনিশ্চয়তার থেকে হাজার ক্রোশ দূর থেকে, খড়খড়ির উপরে সপাটে ধাক্কা দেওয়া পালের বন্যা ভেসে যাচ্ছে আলোতে। কামারের মেয়ে গতকাল রাতে সরাইখানাতে প্রকাশ করল এক্স-রের কল্যাণে দেখতে পাওয়া নাদুশনুদুশ গালফোলা বাচ্চাটির মা হওয়ার ঝলমলে আনন্দসংবাদ। বিরাট খবর, আনন্দময় উন্মোচনের অবিশ্বাস্য আবির্ভাব যা কবুতরের সাদা ডানার উন্মুক্ত কোণ শ্বেতপাথরের উপরে ছড়িয়ে থাকা ভাঙা রামধনুর চারিদিকে এক ভালো সূপ থেকে আরেক ভালো সূপে টেনে টেনে নিয়ে যায়। বাবা-মা ভালো আছেন আর দেবদূতদের আসতে এখনও ঢের দেরি। আমরা তোমাদের কাকা আর তাঁর ছোট্ট কুকুরের জন্যও অপেক্ষায় আছি, আর বড়ো খরচখরচা তো আসবে তার পরে যখন গোলাপেরা তাদের তোড়া খুঁজে নেবে আর ঢক্কানিনাদ আর শিঙাফোঁকার তোয়াক্কা না করেই গণ্ডগোলের খেলা শুরু হয়ে যাবে আর সবকটা তন্দুরে জ্বলে উঠবে আগুন, অপ্সরাদের উৎসর্গ করা ফুলের তোড়ায় হবে সম্পূর্ণ উন্মোচিত, এই ধ্বংসলীলায় তোমরাও তো অপ্সরা। আর তোমরা যদি আমার কথায় হাসো, সেটা হবে পরিতাপের বিষয়, আজ রাতে সবকিছু অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে, আর আগামীকাল ওর মোটকা বেড়ালের দাঁতের ব্যথা নাহয় পবিত্র মেরিমাতার প্রতি যত প্রাচীন ও বিনীত প্রণতি আর নৈবেদ্যর পিঠে চড়ে প্রভাতী ও সান্ধ্য প্রার্থনাসংগীত গাইবে। যদি তোমাদের কাকা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতেন যে আমি তোমাদের চিঠি লিখেছি, তাহলে তোমাদের কণ্ঠা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ভরে যেত কটুগন্ধী ক্ষততে। আর আমার মনে হয় সেটাও হতো কেবল মাত্র কলির সন্ধে। শুভরাত্রি, আর তোমাদের চুম্বন করতে করতে আমিও বরং দু' চুমুক ডাল খেয়ে নিই। তোমাদের বিনীত ভৃত্য আর তোমাদের অতি অনুরক্ত একনিষ্ঠ সেবক মনে তো হয় না কৃতজ্ঞতায় কানা পর্যন্ত পরিপূর্ণ থালার মধ্যে আমার পুরনো আর একেবারে ছাতাপড়া মল ভর্তি বড়ো প্যাকেটটার কথা আড়ালে আবডালে ভুলে যাবে।

খুকু ১ – মুটকি মাগী, হাগার পাহাড়, ময়লার ডিপো

খুকু ২ – পাদ ভর্তি ঘর

খুকু ৩ – আদ্যিকালের নর্দমার হালুয়া, ছারপোকা ভর্তি ব্যাগ

খুকু ৪ – পায়খানা মাখা সোনালি স্যাণ্ডুইচ

খুকু ৩ – আগুনের শিখার আকাশি নীল রঙে গুলে নেওয়া গোছায় বাঁধা অ্যানিমোনের তোড়ার ব্রোঞ্জরঙা ফুলের কুঠার আর ফাঁসিকাঠে বাঁধা এক ঝুড়ি ঝড়ের ভেংচি কাটা মুখোশের প্রতি মার্জিত মনোনিবেশ, খাঁচার ভিতরে বীণার তারের ডানার ঝাপট।

খুকু ৪ – জানলার শার্সিতে থাপ্পড় মারা উড়ুক্কু হাতের কাপের মধ্যের ইস্পাতের উপরে মুখে মুখ দিয়ে দেওয়াল ঘড়িটা চিৎকার করে নাল ফেলে, মার্শম্যালোর ওড়না পোশাকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রক্তঝরা ফুলের শিলায় হুল ফুটিয়ে স্পষ্ট ক্ষততে ভরিয়ে দেয়।

খুকু ২ – তার চুমকি আঁটা চিৎকারের পোশাক জ্বলন্ত হ্রদের মাঝখানে বসে শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে লেসের নিচে চাপা পড়া রঙ্গভূমির আয়নাটিকে দু' টুকরো করে।

খুকু ৩ – শূন্যতা তার নখ বার করে বিগ্রহের সামনে টাঙানো পর্দার উপরে কামড় বসায়।

খুকু ১ – নীরবতা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে স্বপ্নের সাবানের বুদবুদের উপরে, সেই স্বপ্ন রক্ত বার হওয়া অবধি সপাটে পিটিয়ে যাওয়া পাখনার ভিতর থেকে উপচানো কসরতের নিচে প্রোথিত।

খুকু ২ – স্কার্ফের মধ্যিখানে আলো তার খেলাধুলো, তার প্রার্থনা আর তার কাঁটার মুকুটটিকে ফুটিয়ে নেয়।

খুকু ১ – নিসর্গচিত্র চামচ ভরে ভরে স্লেটের উপরে আবার ছবি আঁকে, ঠাণ্ডা গিল্টি করা বিষুবের প্রতিটি কোণে ঝেড়ে ফেলে তার পিশুদের, সাইরেনদের শ্বেতপাথরের উপরে পল্লবগুচ্ছের মধ্যে বাসা বাঁধে, খানিকটা আকাশি নীল পুড়ে যায় জইয়ের আঁটির ভিতরে, যেন মন্ত্রপাঠ, তীক্ষ্ণ হাসি আর সুচারু ক্রীড়ার এক পশলা বৃষ্টি।

খুকু ৩ – ছাইতে ঠাসা সূর্যের কালো মুখ

খুকু ১ – চাটুতে এক প্লেট তারা ভাজবার ভয়াবহ গন্ধ

খুকু ২ – মোটকা মোটকা ষাঁড়-খেকো ব্যাঙ, চাচা টম আর পিশুমর্দিনী মাতা মেরির গল্প, কাজ শেষ হয়ে গেলে স্থপতি দু' হাতে টেনে মইটাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন...

খুকু ১ – মুক্ত বাতায়নে ধবধবে সাদা একটি পৃষ্ঠা, তার মাঝখানে মধু দিয়ে একটি শব্দ লেখা – "হাসি"

খুকু ৪ – জুঁইফুলের দুধ

খুকু ২ – জটামাংসীর মলম

খুকু ১ – কারনেশন ফুলের মদ

খুকু ৩ – মোটা করে চকের দাগ দিয়ে রাস্তা দিয়েছে আটকে

খুকু ১ – ফাঁপা স্যুপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে নাভির মালা, আর তারপর আবার উৎসব শুরু হয়, শৈবাল, ফেস্টুন, কুঞ্জকুটিরে ফোয়ারা, সরোবরের হৃদয় থেকে সন্ধেবেলা দুইয়ে নেওয়া সুমিষ্ট দুধ, সেই সরোবর রণপায় দাঁড়িয়ে বিছানার চাদরে ডানার ঝাপটা মারে, কুসুম-কুসুম

দুধের পাতায় কালির বড়ো বড়ো অক্ষরে আঁচড় কাটে।

খুকু ২ — লেবুগাছের ছায়া ঘুম ভেঙে ওঠা জেলিফিশের মাঠের নিচে লুকোনো অ্যাসিডের হৃদয়ে আমূল বসিয়ে দেওয়া ছুরির আগায় নিজের বাসাটিকে গেঁথে দেয়।

খুকু ১ — কুসুম গরম ছায়া উৎস থেকে পান করে নেওয়া সময় থেকে ঝুলে আছে।

খুকু ২ — স্মৃতির বিস্তীর্ণ পথের লোনা শুঁটকি মাছ কত ভোরবেলার গ্রাফিটিতে ভরা শ্বেতপাথরের উপরে রেখে কুচিয়ে কাটা হয়েছে, অন্ধ নাইটিংগেল পাখি ভরা কাপের সারির শেষে গিয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে।

খুকু ৪ — রাত্রির ক্ষিপ্র আঙুল ফোঁটায় ফোঁটায় গেয়ে চলে তাদের শিশিরের কণ্ঠহার...

খুকু ১ — আর প্রতিটি পাতার বীণা আলখাল্লায় আটকে যাওয়া প্রতিটি তারার সঙ্গে রিপিট মেরে আঁটা, আলোকোজ্জ্বল নাগরদোলার ভাঁজে ভাঁজে দোলে, তারপর দিনের বেলা এক এক করে সব আলো যায় নিভে।

খুকু ২ — গোলমরিচে ভরা পান্না, রাত্রির বিস্মিত চোখে খসে পড়া এক ফোঁটা গলন্ত মোম...

খুকু ৪ — ট্যার‍্যান্টুলার চুরি করা প্রাচ্যের বিরাট একটা মুক্তো...

খুকু ১ — বৃত্তের পরিধি হাসির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

খুকু ২ — হাতপাখার উদ্দাম আনন্দ কপোলের নীলে এক ঝাঁক পায়রার উড়ানের মতো মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

খুকু ১ — এক ফালি তরমুজের নীরবতাকে মেলে ধরে, টোকো নীল রঙের নখর, চঞ্চু, থাবা থেকে ছিঁড়ে নেওয়া মুমূর্ষু সময়কে বরফে জমিয়ে নিয়ে, ঘ্যাঁচঘেচিয়ে কেটে দিয়েছে হোগলার বারান্দার কলমের দাগ, যা পতাকার মতো আটকানো রয়েছে নেপথ্যের কণ্ঠস্বরের মতো খাটের উপরে উদ্দাম লাফানো সঙ্গীতের সঙ্গে।

খুকু ২ — (সরোবরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে গাইতে গাইতে) — গোলাপের নীরবতা, ফুটির নীরবতা, মার্শম্যালোর নীরবতা, কয়লার নীরবতা, নীরবতার গোলাপ, নীরবতার ফুটি, গোলাপের কয়লার নীরবতার গোলাপ, গোলাপের গোলাপের, সাদা পপি ফুলের গোলাপের, আর বাড়িটা, হলুদ ফুটকি দেওয়া বেগুনি পোশাকের সবুজ হাতার উপরে বসা মাছি, ফিঙে পাখির টুপি, কোলাব্যাঙের জুতো, ঘরচিতি সাপের বেল্ট, সুন্দর লিলিফুল, নাশপাতি, ডুমুর, পিচ, কমলালেবু, পাতিলেবু, পাহাড়ের নির্মল বাতাস আর গাঙুর দল আর আমাদের জন্য প্রার্থনা কোরো আর আমার পাছু দেখিয়ে বিদায় জানাই।

(কতগুলো বড়ো বড়ো শুয়োর আর তাদের ছানাপোনা, সব ডানাওয়ালা, সরোবরটা ভরে ফেলে। খুকুরা নাচে আর খুকু ২ আগে যে গানটা একা গেয়েছিল সেটাই এখন একযোগে দু' তিনবার গায়। তারপর নিশ্চল। গভীর নৈঃশব্দ।)

যবনিকা

পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত

ষষ্ঠ অঙ্ক

দৃশ্য – সবজিবাগানে একটা বড়ো টেবিলের নিচে চার খুকু। টেবিলের উপরে একটা বিরাট ফুলের তোড়া আর একটা প্লেটে ক'টা ফল, কয়েকটা গেলাস আর বয়াম, ক'টা পাউরুটি আর একটা ছুরি। একটা বিশাল সাপ টেবিলের একটা পায়াকে জড়িয়ে ধরে টেবিলে উঠে ফল খায় আর কামড় দেয় ফুলে আর পাউরুটিতে আর বয়ামে চুমুক দেয়।

চার খুকু (একটা বই পড়তে পড়তে) –

জীবন জীবনের জীবনকে জীবনের এত জীবন জীবন জীবনকে জীবনের এত জীবন জীবনের জীবন মৃত্যু মৃত্যুকে এত মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যুকে জীবনের মৃত্যুকে এত জীবন এত মৃত্যু জীবন মৃত্যু জীবনকে সুগন্ধী জীবনের, মইটা তাক করা রয়েছে আকাশি রঙের আলোকোজ্জ্বল চৌখুপির ঢেউয়ের দিকে, ঝুড়িতে বন্য জই, টকটক ওপালরঙা সিদ্ধান্ত সূক্ষ্ম রেশম আর মধুর হুকে ঝোলানো উজ্জ্বল ফুটকি দেওয়া ফেস্টুনের মালায় সজ্জিত, ফিরে দেখি সঙ্গীতজ্ঞদের চাহনি, যার ছেঁড়াখোড়া হাল থেকে সম্প্রতি সবকিছুই গেছে ফাঁস হয়ে, বলনাচ মিছিল মলম আর শোভাযাত্রায় নিয়মানুযায়ী গলে যাওয়া ডানার রাগমোচন, বিস্মৃতির খোলা দুয়ার আকাশের গায়ে ছুঁড়ে মারছে তার দুর্গন্ধ ডোবাগুলিকে, তার ছিন্ন আলখাল্লার প্রান্ত দিয়ে মুছে দিচ্ছে জানলার শার্সি, ভাঙা কাপের মধ্যের উন্মোচনের স্তূপকে পাকড়ে ধরে তার সৌরভকে ভেঙে আয়নার কাচে আঁচড় কাটা মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভঙ্গুর তাসের ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, খরচার বহরেই ভান হয়ে যায় ন্যায্য, আর এই যে তার হিসাব — বাসনায় গড়া পোশাক সোনা আর জুঁইফুলের ফেস্টুনে মোড়া, পুরোটাতেই মুক্তো, হিরের সুতো দিয়ে সেলাই করা লিলিফুলের বেল্ট, ফোঁটা ফোঁটা তারা দিয়ে ভিজিয়ে নেওয়া সাদা লেটুস, ১৪ই জুলাই রাত প্রায় এগারোটায় পোঁ ন্যফে আতসবাজির বিশাল তোড়া, বল্টু দিয়ে আঁটা গিরগিটির চোয়াল বাঁধা পড়েছে মথের তোতলা ডানার জাদুতে, মথটির হাতগুলি থরথর কাঁপছে ফুটন্ত শ্বেতপাথরে মিশে যাওয়া রাতের ননীতে, পাশ দিয়ে চলে যাওয়া টোপের উদ্দেশ্যে আউড়ে যায় আগাগোড়া পাঁচালি, পেঁয়াজ, বেগুন, লঙ্কা, ফুটি আর ডুমুর, থাইম, রোজমেরি, ভেটকি, বিছে মাছ, বান মাছ আর রসুনের বিরাট স্তূপ, বড়ো পান্নার পা সমেত চান্দ্র আলখাল্লা, মেঘের সাদা আলখাল্লা, আকাশি রঙের আলখাল্লা, অতিকায় অতিকায় গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি আলখাল্লা, আখরোট, ওক, মেহগনি, নাগকেশর, আবলুস, করতাল বাদক, শিশু গাছ, লেবু গাছ, যষ্টিমধু আর কাচাকাচির জন্য উপযুক্ত পানামা কাঠ।

খুকু ২ – কারনেশনের গোলাপ বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হেসে হেসে গপ্পো শোনায়। সে কান পেতে শোনে আর সুতো সূক্ষ্ম ভাবে বুনে পর্দা বানানোর ফলাফল নিয়ে এখনই চিন্তাভাবনা করে আর বহু অপেক্ষিত প্রভাতের প্রতি জমে থাকা সব ক্রোধ ধুয়ে মুছে সাফ করতে চায়।

খুকু ১ – সব কিছু আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমার মধ্যগ্রীষ্মের বহ্ন্যুৎসবের পোশাক আমার দু' হাতে

আঁকিবুকি কেটে লিখে দেয় তার ঠিকুজি কোষ্ঠী আর ভিজে ঘাসের উপরে প্রসবরত ছাগলের পালের প্রতি এগিয়ে দেয় তরবারির পানীয়।

(মঞ্চ জুড়ে চলতে থাকে তাদের রানির জন্য আশ্চর্য টুর্নামেন্টে লড়তে থাকা উড়ুক্কু পিঁপড়েদের মোক্ষম নাচ।)

খুকু ৪ – জ্বলন্ত কয়লা গুরুভার নদীর সুরেলা রক্তের স্রোতের লিলিফুল শৈবাল ঝুলে আছে ঝিনুকে তৈরি বৈদ্যুতিক তার থেকে...

খুকু ২ – কপোল থেকে খুলে গিয়ে হাত হুড়মুড় করে পড়ে হরকুচ ফুলের মতো বাহুলতা বেয়ে সঙ্গে নিয়ে নামে তার সমস্ত পুরস্কার অ্যালাবাস্টারে বানানো কাঁটার গুচ্ছ থেকে ব্যঙ্গাত্মক ঐকতান ডালের ডগায় মাখন মাখিয়ে সাদা লাইল্যাক ফুল চটজলদি বানিয়ে নিয়েছে আপাত ক্ষতের ফাটল, ত্বকের মতো রঙ করা মুখোশের পিছনে লুকানো শ্বেতপাথরের হৃদয় থেকে নিঃশেষে পান করা এক অনন্য আবির্ভাব...

(চার খুকু সাপটাকে নিয়ে, সেটাকে একটা লম্বা কাস্তের মতো ব্যবহার করে, বাতাসে ঝেঁটিয়ে কোপ মেরে উড়ুক্কু পিঁপড়েগুলোকে পেড়ে ফেলতে থাকে। বাগানের পিছন দিক দিয়ে ক'টি বাচ্চা ছেলে অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে যায় —)

আহা, আমরা একটু সাদা সুরা
পান করি কুঞ্জবনের ছায়ায়
যেখানে সুন্দরীরা সব আসে
নোজঁর আশেপাশে...

(হাসির হররা ওঠে।)

(রাত্রি নামে — কিছু তারা — চাঁদ — সব তারা — কিছু ঝিঁঝিপোকা — কিছু সোনাব্যাঙ — কিছু কোলাব্যাঙ — কিছু উচ্চিংড়ে — কিছু নাইটিংগেল — কিছু জোনাকি — জুঁইফুলের তীব্র গন্ধ ঘর ভরিয়ে দেয় আর দূরে একটি কুকুরের ডাক শোনা যায় — পরে — গোটা বাগানটা আলোকিত হয়ে ওঠে, প্রতিটি পাতা একটি মোমবাতির শিখা — প্রতিটি ফুল ঠিক তার রঙের বাতি — প্রতিটি ফল একটি মশাল আর গাছের শাখাপ্রশাখার ফিতেগুলো আলাদা আলাদা শিখার আলো — খসে পড়া তারা আকাশ থেকে হারপুনের মতো পড়ে তাদের তলোয়ার গেঁথে দেয় যা তারপর খুলে যেতে থাকে গোলাপের মতো, আগুন ভরা কাপের মতো — চার খুকু ব্যাঙলাফ খেলে আর হাসতে হাসতে গান গায় —)

আলুর ভর্তা ডালের ভর্তা বরবটির ভর্তা শিমের ভর্তা আর পেঁয়াজের ভর্তা, ক্রিম জিন্দাবাদ পানিফলের ক্রিম ভিনেগ্রেট সস তিতকুটে মিষ্টি আপেল ক্রিমে রাঁধা বাঁধাকপি চকোলেট এক্লেয়ার চেরি টার্ট আদা কলা ফুটি ডুমুর পিচ খোবানি আঙুর

(তারা মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছু গাছ কিছু ফুল কিছু ফল চারিদিকে রক্ত বয়ে জায়গায় জায়গায় জমে পুকুর হয়ে থাকছে আর মঞ্চটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। চারটে বড়ো বড়ো সাদা পাতা একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে মাটি থেকে বেরিয়ে এসে চার খুকুকে আটকে ফেলে। পাতাগুলো ঘুরলে স্বচ্ছচিত্রের মাধ্যমে পর পর একেকটা পাতার উপরে লেখা দেখা যায় খুকু ১ — খুকু ২ — খুকু ৩ — খুকু ৪।)

(সম্পূর্ণ অন্ধকার)

(আবার আলো জ্বললে — দৃশ্য — সম্পূর্ণ সাদা রঙ করা একটি ঘনকের অভ্যন্তর গোটা মঞ্চটিকেই ভরে ফেলে। মাঝখানে মাটির উপরে লাল সুরা ভর্তি একটি গ্লাস)

অন্তিম যবনিকা

ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত

সমাপ্ত

২৪শে নভেম্বর ১৯৪৭, গোলফ-জঁ
শুক্রবার ১৩ই অগাস্ট ১৯৪৮, ভালোরিস

অনুবাদকের বক্তব্য :

পাবলো পিকাসোর লেখা নাটকের কথা শুনে যদি কেউ মাথা চুলকে বলেন ‘‘ইকি রে বাবা, পিকাসো তুলি ছেড়ে আবার কলম ধরলেন কবে?” তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সত্যিই তো পিকাসোর লেখালিখি নিয়ে চর্চা এ দেশে প্রায় নেই। তা ছাড়া, এমন অনেকেই তো আছেন যাঁরা পিকাসোর ছবির সম্পর্কেও খুব একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না, মনে মনে ভাবেন, কখনও বা চা-এর আসরে বলেও ফেলেন যে অমন ট্যারাবাঁকা ছবি এঁকে ভদ্রলোক কী করে যে এত নাম করলেন তা বোঝা ভার। অথচ তাঁরা যখন পিকাসোর পনেরো যোল বছর বয়সে আঁকা ছবির হদিশ পান, যেমন ধরুন Science and Charity, তখন তাঁরা থমকে গিয়ে ভাবেন, ‘‘আরে, তবে তো ভদ্রলোক ভালোই আঁকতে পারতেন, ওই বয়সে এমন তুলির টান! তবে এ কেমন পাগলামো! কেন ওই আঁকতে না পারার ভান?!” তাঁদের মধ্যে বোদ্ধারা এবার মাথা নাড়িয়ে বলবেন, ‘‘হুঁহুঁ বাবা, শিল্পের ওই স্তর উনি অতিক্রম করে গেছিলেন, ওঁর উত্তরণ ঘটেছিল শিল্পের ওই গড়পড়তা চার দেওয়ালের মাঝে ওঁর মাপের শিল্পীকে আটকে রাখা যায় না।” সত্যি কথা বলতে, পিকাসো নিজেই বলেছিলেন, রাফায়েলের মতো আঁকা শিখতে তাঁর চার বছর লেখেছিল, আর একটি শিশুর মতো ছবি আঁকা শিখতে তাঁর লেগে গেছে সারাটা জীবন।

ঠিক তেমনই, পিকাসোর কলম ধরা নিয়ে যাঁরা সন্দিহান, তাঁদের জেনে রাখা প্রয়োজন যে স্পেনে পিকাসোর কবি হিসাবে খ্যাতি যথেষ্ট; এমন কি এ কথাও অনেকে মনে করেন যে তিনি যদি কোনও দিন হাতে তুলি তুলে নাও নিতেন তবুও একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসাবে তাঁর স্থান অটুট থাকত। কবি হিসাবে তাঁর কাজেও কিন্তু আমরা চিত্রকর পিকাসোকেই খুঁজে পাই — তাঁর শব্দের প্রয়োগ অনেকাংশেই তুলির টানের মতো; তাঁর কবিতা নানান চিন্তার, ভাবের, চিত্রকল্পের চমকপ্রদ কোলাজ। আবার তাঁর কবিতার লাইনে বারেবারে এসেছে রঙের কথা, রঙের উপরে রঙের পোঁচ। পিকাসোর নাটককে বলা চলে তাঁর কবিতারই বিস্তার। কোনও কোনও জায়গায় নাটকের সংলাপে মনে হয় যেন তাঁর কবিতার পংক্তিই উঠে এসেছে। স্বাভাবিক ভাবে তাঁর কবিতায় যে চমক রয়েছে, যে বিপদ রয়েছেও বলা চলে, তা নাটকের ক্ষেত্রেও রয়েছে পুরোদস্তর।

প্রথমেই আসে যতিচিহ্ন। বা বলা উচিত — আসে না। কারণ পিকাসো যতিচিহ্ন বা বিরামচিহ্নকে নির্মম ভাবে ত্যাগ করেন। তিনি ব্রাককে বলেছিলেন যে যতিচিহ্ন সাহিত্যের গোপনাঙ্গগুলিকে ঢেকে রাখবার জন্য সৃষ্ট একটি হাস্যকর পোশাক ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তো হল। কিন্তু নাটকের সংলাপে যতিচিহ্ন না থাকলে পাঠকের চোখ কপালে ওঠার দশা হয়। অনুবাদকের অবস্থা হয় আরও করুণ। বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করতে যতিচিহ্নের গুরুত্ব কতটা সে তো সর্বজনবিদিত। আমি পিকাসোর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথমে যতিচিহ্ন বাদ দিয়ে অনুবাদ করতে শুরু করি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি যে তাহলে পাঠক খুঁজে পাওয়া হবে দুষ্কর। অবশেষে ন্যূনতম যতিচিহ্ন দিয়ে কাজ সারি। আশ্বস্ত হই দেখে যে দুটি নাটকেরই ইংরেজি অনুবাদে যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, বরং আমি যতটা করেছি তার চেয়েও বেশি ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, তাঁর নাটকগুলি লেখা ''চেতনার স্রোত'' (Stream of Consciousness) রচনাশৈলী ব্যবহার করে, তাই তার মধ্যে বোধগম্য অর্থ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। বরং সেখানে পুরোমাত্রায় আছে পরাবাস্তব, আছে উদ্ভট সব সংলাপ। অনেকেই মনে করেন যে পিকাসো নাটকগুলির মঞ্চায়ন চানওনি। বার্নার্ড ফ্রেখটম্যান Le desir attrape par la coup নাটকটি প্রসঙ্গে বলেছেন যে পিকাসো মানুষের সম্পর্কে কিছু বলতে যাননি, জগৎ সংসার সম্পর্কেও কিছু বলতে যাননি। এটাই তাঁর বিরাট কৃতিত্ব। অর্থাৎ এখানেও বলা চলে তিনি ''শিশুর মতো'' লিখতে চেষ্টা করেছেন। সেই কৃতিত্ব মেনে নিয়েও একজন অনুবাদক হিসাবে আমি এ কথা না বলে পারব না যে সংলাপে অর্থ না থাকলে ভারি ঝকমারি। ধরুন, একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। প্রসঙ্গ থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি এক্ষেত্রে সঠিক অর্থ কোনটি। কিন্তু সংলাপ বাস্তব জগতের নিরিখে অর্থহীন হলে তো প্রসঙ্গ নির্ণয় অসম্ভব। আর তাই সঠিক অর্থটিকে বুঝে ওঠাও সুকঠিন। তা ছাড়া সংলাপ অর্থহীন হলে একটা সময় অনুবাদকের মনে খানিকটা বিরক্তি, খানিকটা নিজের কাজের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে বাধ্য। আর তখনই ঝুঁকি থাকে অনুবাদ দায়সারা হয়ে যাওয়ার। সত্যি কথা বলতে পিকাসোর দুটি নাটকের ইংরেজি অনুবাদেই আমি এই দায়সারা কাজের প্রমাণ পেয়েছি, যা অভাবনীয়! আমার অনুবাদ কতটা গ্রহণযোগ্য হবে জানি না, কিন্তু আদ্যোপান্ত এই দায়সারা কাজের বিপদ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছি, এটুকু বলতে পারি।

অরূপ মণ্ডল : অনুবাদক ও সম্পাদক। সম্পাদনা করেছেন 'শার্ল পেরোর রূপকথা' ও 'মননে ও স্মরণে ভিক্তর য়্যুগো' বই দুটি। মূল ফরাসী থেকে তাঁর করা অনুবাদ স্থান পেয়েছে নানান বই ও পত্রিকায়।